কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে

দাড়ি ও গোঁফ

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী
পিএইচডি, ইসলামিক ল' এন্ড জুরিসপ্রুডেন্স
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব

সহকারী অধ্যাপক, আইআইইউসি, ঢাকা ক্যাম্পাস
আলোচক ও উত্তরদাতা, ইসলামী অনুষ্ঠান
এনটিভি ও ইসলামিক টিভি

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে দাড়ি ও গোঁফ

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী

প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
৫১ পুরানা পল্টন (৮ম তলা), ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬, ০১৭৫০০৩৬৭৮৫
ই-মেইল kamiubbd@yahoo.com, info@kamiubprokashon.com

প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৩

প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম, মুদ্রণ: প্রিন্টসেট, ১০ আরামবাগ, ঢাকা। বাঁধাই: রাসেল বুক বাইন্ডিং, নয়াপল্টন, ঢাকা।

Quaran-Sunnahr Aloke Dari O Gof, Dr. Muhammad Saifullah Al Madani, Published by Muhammad Helal Uddin, Managing Director, Kamiub Prokashon Ltd, 51 Purana Paltan, Dhaka 1000.
Phone 9560121, 01711529266, 01750036785. **Fixed Price: Tk 45.00 only.**

নির্ধারিত মূল্য: **পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।**

বিক্রয়কেন্দ্র ______________________________
৫১ পুরানা পল্টন, নিচতলা, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র ও গ্রহণযোগ্য দীন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন একটি দিকও নেই, যার বর্ণনা বা মূলনীতি ইসলামে নেই। বর্তমান যুগে বিশ্ব মানবতার সামনে ইসলামের সৌন্দর্যমণ্ডিত মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা অতীব জরুরি, যাতে করে দীন ইসলামের প্রকৃত রূপ আমাদের সামনে ফুটে উঠে। কুরআন-সুন্নাহতে গোটা সৃষ্টিজগতের উপর মানুষের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নর-নারী উভয়ই এই মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত। তাই কুরআন ও সুন্নাহতে তাদের মর্যাদা ও সৌন্দর্যের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের সৌন্দর্যের ভিন্নতার ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে সুশোভিত করেছেন দাড়ি দিয়ে আর নারীদের করেছেন চুলের বেণী দিয়ে। সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে যে বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে, দাড়ি ও গোঁফ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দাড়ি হলক করার বিষয়টি মুসলিমদের নিকট অপরিচিত ও অবাঞ্ছিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি হলক করার বিষয়টিকে মুশরিক, অগ্নিপূজক তথা ইসলামবিরোধীদের কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যখন থেকে মুসলিমরা স্মার্ট তথা আধুনিক হওয়ার অজুহাতে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ শুরু করেছে তখন থেকে দাড়ি হলক করার বিষয়টি তাদের নিকট স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ দাড়ি রাখা ইসলামের নিদর্শন।

এ বইটি দাড়ির উপর আমার একটি লেকচার ছিল। বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেক মুসলিম যাতে সহজে 'দাড়ি' সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে কিছু বন্ধুর পরামর্শে লেকচারটিকে লিপিবদ্ধ করে ছোট বই আকারে প্রকাশ করার চিন্তা করি। পরবর্তীতে যাতে এ বিষয়ে একটি সহীহ্ দলীলভিত্তিক নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স হতে পারে সে জন্যে এতে সংশ্লিষ্ট দলীল-প্রমাণাদি সংযোজন করি। সাথে সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আবদুল আযিয বিন বায ও বরেণ্য আলেমে দীন সমকালীন বিশ্বের প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ শায়খ মুহাম্মদ ইবন সালেহ আল উসাইমীন রহিমাহুমাল্লাহ-এর

ফাতওয়া থেকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তরসহ বক্তব্য সংযুক্ত করি। যাতে যে কোনো ব্যক্তি সহীহ ইলমের ভিত্তিতে এ বিষয়ে আমল করতে সক্ষম হয়।

দাড়ি সম্পর্কে আমাদের সমাজে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে, বিশেষ করে এর বিধানগত শরয়ী মর্যাদা নিয়ে। আমরা আবহমানকাল থেকে শুনে আসছি, দাড়ি রাখা সুন্নাত। এ কথা সত্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রেখেছেন– এ মর্মে নীতিগতভাবে ও আমলের দিক থেকে এটি সুন্নাত; কিন্তু বিধানগতভাবে দাড়ি রাখা ওয়াজিব, অপরিহার্য ও ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। আমরা অনেকেই এ বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত নই। সুন্নাত মনে করে দাড়ি রাখার বিষয়ে আমরা নির্দ্বিধায় মুশরিকদের অনুসরণ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধকে নৈতিকভাবে উপেক্ষা করে চলছি। তাই এ বিষয়ে প্রচলিত বিভ্রান্তির অপনোদন করা অপরিহার্য মনে করে দাড়ি সংক্রান্ত এ বইটি রচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি।

বাংলাদেশে সম্ভবত এ বইটি দাড়ি ও গোঁফ বিষয়ে দালিলিক প্রমাণসহ প্রথম কাজ। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে প্রকাশনা অপ্রতুল। এ বইটিতে কুরআন ও সুন্নাহ'র দলীলভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর বক্তব্য দলীল ও প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বইটির শেষে দাড়ির উপর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর সংযুক্ত করা হয়েছে, যা দাড়ি ও গোঁফ-এর ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে যেসব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত করবে ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে মুসলিমগণ নিজেদের জীবনে দাড়ি রাখার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে যেন আমল করতে পারে, সে বিষয়েও জোর দেওয়া হয়েছে।

এই বইটি প্রণয়ন, মুদ্রণ বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে মুহাম্মদ হিকমাত উল্লাহ কাজী, মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মুহাম্মাদ মশিউর রহমানসহ যারা সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইয়ে অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং সংশোধনের সুযোগ পাবো। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন ও কুরআন-হাদীসের সঠিক বিধান জেনে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী

০১৯২৫৭৮৬৯৯২

সূচিপত্র

Contents

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রারম্ভিক আলোচনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلٰي يَوْمِ الدِّيْنِ -

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই পৃথিবীতে আদম সন্তানের মর্যাদা লাভ করতে পেরেছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি মেহেরবানী না করতেন তাহলে আমরা হয়তো বন্যপশু হিসেবে সৃষ্টি হতাম। হয়তো বা সাধারণ জীব বা গৃহপালিত পশু হিসেবে সৃষ্টি হতে পারতাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবানী করেছেন বলেই আমরা আদম সন্তান। গোটা সৃষ্টি জগতের উপর মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সবচেয়ে বড় মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য যদি আমরা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া মৃত্যু পর্যন্ত আদায় করি তবুও তার শুকরিয়া আদায় শেষ হবে না। আল্লাহর বান্দাকে প্রথমে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।

এরপর আমাদের যে মৌলিক বিষয়গুলো একজন মানুষ হিসেবে এবং একজন ঈমানদার হিসেবে জানতে হবে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ আল্লাহর সুন্দরতম সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতম গঠন দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ - وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ - وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ - لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

অর্থ: 'ত্বীন ফলের কসম, জাইতুন ফলের কসম, এবং সিনাই পর্বতের কসম ও এই নিরাপদ শহরের (মক্কা নগরী) কসম, নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দর গঠন দিয়ে সৃষ্টি করেছি।' [সূরা আত্ ত্বীন: ১-৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শুধু সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন তাই নয় বরং তিনি আমাদেরকে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দিয়েছেন। যে নিয়ামতগুলো আমরা প্রতিদিন ভোগ ও উপভোগ করছি। তিনি আমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তন্মধ্যে বড় একটি নিয়ামত হলো, তিনি গোটা সৃষ্টিকে যেভাবে কোন রকম ঘাটতি ও কমতি ছাড়া সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণরূপে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে মানুষদেরকেও সামঞ্জস্যপূর্ণ সুন্দরতম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির মাঝে কোনো ধরনের ঘাটতি বা ত্রুটি আমরা দেখতে পাব না। এটি আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার সৃষ্টিগত নৈপুণ্য।

দাড়ি ও গোঁফ মানুষের সৃষ্টিগত সৌন্দর্য

মানবসৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম একটি নিয়ামত হলো, তিনি মানুষকে নারী এবং পুরুষ দুটি ভাগে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ভিন্নতা রয়েছে। নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টিগতভাবে কিছুটা তারতম্য রয়েছে। নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় কিছুটা দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষদেরকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করেছেন। পুরুষদের উপর পার্থিব জীবনে অনেক দায়দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। সৃষ্টিগতভাবে পুরুষদেরকে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে দাড়ি ও গোঁফ। সৃষ্টিগতভাবে নারীদেরকে দাড়ি ও গোঁফ দান করেননি। পুরুষদের জন্য দাড়ি ও গোঁফ দুটিই সৃষ্টিগত সৌন্দর্য। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি বলেন,

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحَي وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ۔

'পবিত্রতা সেই সত্তার জন্য, যিনি শ্মশ্রুমণ্ডিত করে পুরুষদের সুশোভিত করেছেন, আর নারীদেরকে কেশবন্ধন দিয়ে করেছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত।' [তারিখে দামেশক: ১০/৩৮৭]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এ বর্ণনার আলোকে শায়খ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত যে, দাড়ি ও গোঁফ

পুরুষের সৌন্দর্যের একটি। তাই পুরুষরা আল্লাহপ্রদত্ত এ সৌন্দর্য বজায় রাখবেন। এ সৌন্দর্য বিকৃতসাধন করা তাদের জন্য জায়েয নয়। দাড়ি ও গোঁফ হলক বা কামানোর মাধ্যমে পুরুষ তার এ সৌন্দর্যের বিকৃতিসাধন করে থাকে, যা তার সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের পরিপন্থী।

নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য রয়েছে

আর একটি বাস্তবতা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে, তা হচ্ছে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য। নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত এ পার্থক্য আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে করে দিয়েছেন। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পুরুষ নারী হতে পারে না। আবার কোন নারীও পুরুষ হতে পারে না। নারীদের এমন কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছেন, যা পুরুষদের কখনো পালন করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পুরুষদের এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা নারীরা করতে সক্ষম নয়। ঈমানদার ব্যক্তিদের এই পার্থক্য অবশ্যই মানতে হবে। এ পার্থক্য বা তারতম্যের সীমারেখা উঠিয়ে দেয়ার সুযোগ কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা দেননি। আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের দাড়ি ও গোঁফ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। নারীদের সৃষ্টিগতভাবে তা দেয়া হয়নি। তাই এই নিদর্শনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের বাহ্যিক পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ হয়। কিন্তু কোন পুরুষ যদি দাড়ি ও গোঁফ সম্পূর্ণ মুণ্ডন করে নারীর বেশভূষা নেয় তাহলে বাহ্যিক এ পার্থক্য হারিয়ে যাবে, ফলে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত পার্থক্য দৃশ্যমান থাকবে না। যা মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে করেছিলেন।

নারী ও পুরুষ তাদের সৃষ্টিগত স্বকীয়তা বজায় রাখবে

নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত স্বকীয়তা বজায় রাখা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর আমানত। এ আমানতের যেকোনো ধরনের অপব্যবহার ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। একটি হাদীসের মাধ্যমে এ স্বকীয়তা রক্ষাকে দীনের মৌলিক সৃষ্টিগত দশটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَشْرَةٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ

وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ . قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ .

'দশটি জিনিস হচ্ছে, মানুষের স্বভাবজাত বা সৃষ্টিগত বিষয়। গোঁফ ছোট করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া বা নাক পরিষ্কার করা, নখ কাটা, গিরাসমূহ ধৌত করা, বোগলের পশম উঠিয়ে ফেলা, নাভির নিচে অবাঞ্ছিত লোম কামানো, নাপাক বস্তু থেকে পবিত্রতা অর্জন করা, যাকারিয়া বলেন, মুস'আব বলেছেন, দশমটি ভুলে গিয়েছি, তবে তা কুলি করা হতে পারে। কুতাইবা বৃদ্ধি করে বলেন, ওয়াকী বলেছেন, পানি খরচ করা অর্থাৎ ইসতিঞ্জা করা।' [সুনানে নাসাঈ: ৫০৪০]

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষদের জন্য দাড়ি লম্বা ও গোঁফ ছোট করা তাদের সৃষ্টিগত স্বকীয়তা বজায় রাখার বিশেষ দাবি। এর বিপরীত কাজই স্বভাবজাত সৃষ্টির বিকৃতি। তাই নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে এ স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য এভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা নিজেও সৃষ্টির এ ফিতরাত বা স্বভাাবিক রীতিতে পরিবর্তন আনেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ .

'এটি আল্লাহর ফিতরাত বা সৃষ্টিগত রীতি, যে স্বভাবের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটি সঠিক দীন বা জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' [সূরা আর রূম: ৩০]

তাই এই স্বকীয়তার বিপরীত কাজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিনভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সকল নারীদের উপর, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং ঐ সকল পুরুষের উপর যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। [সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৭৪]

উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, পুরুষ তার স্বকীয়তা বর্জন করে নারীর বেশভূষা, আচার-আচরণ ও চালচলন গ্রহণ করা এবং নারী তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে পুরুষের পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ গ্রহণ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অত্যন্ত গর্হিত বিষয় ও অভিশাপযোগ্য কর্ম। সুতরাং, নারী ও পুরুষের জন্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা অপরিহার্য বিষয়, যা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন।

মুসলিমরা কাফির ও মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে না

মানুষ হিসেবে মুসলিম ও কাফির সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি ও আদম সন্তান। এই মৌলিকতা ও বাস্তবতার ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে আল্লাহ তা'আলা তেমন পার্থক্য করেন না। কিন্তু ঈমানের কারণে ঈমানদারদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার কাছে অনেক বেশি। তাই ইসলাম মুসলমানদের জন্য বিশেষ কিছু বিধি-বিধান ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, যা একজন মুসলমানকে অবিশ্বাসী কাফির, নাস্তিক ও মুশরিকদের থেকে আদর্শিক ও সামাজিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিশেষিত করে থাকে। কোন অবস্থাতেই মুসলিমের জন্য জায়েয নেই, সে তার বৈশিষ্ট্য বর্জন করে কাফিরদের সাথে কৃষ্টি-কালচার ও আচার-আচরণে একাকার হয়ে যাবে। একজন মুসলিম হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে, ইসলাম তার যে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে সে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। যাতে করে কোন অবস্থাতেই সে ঈমান ও ইসলামের নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে কুফর, শিরক ও নাস্তিক্যবাদের আদর্শিক রীতি-নীতির অনুসরণ না করে। ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে আমাদেরকে আরও স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য এভাবে বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

'যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (হাদীসটিকে আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাসান ও সহীহ বলেছেন) [আহমদ ও আবু দাউদ: ৪০৩৩]। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা আরও ব্যাপকভাবে আমাদেরকে বুঝানোর জন্য এভাবে বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ - بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

'হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।' [সূরা আল মায়িদা: ৫১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মূল কথা হিসেবে আমরা বুঝতে পারি যে, দাড়ি রাখা ও গোঁফ ছোট করা ইসলামী বিধানে তুচ্ছ কোন বিষয় নয়। এমনকি এ ধারণা করারও সুযোগ নেই যে, এটি খুঁটিনাটি বিষয়। বরং যেহেতু ইসলাম এর মাধ্যমে মুসলিমের আদর্শিক অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করেছে এবং কাফির ও মুশরিকদের থেকে মুসলমানদের পৃথক করেছে তাহলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও ইসলামের আদর্শিক দাবির অন্যতম। কিন্তু মুসলিম সমাজে দাড়ি না রাখার প্রবণতা প্রবল। এমনকি ইসলামী আদর্শে বিষয়টি অনভিপ্রেত হলেও মুসলমানদের কাছে বর্তমানে দাড়ি না রাখা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে এমন এক দল লোকও আছে যারা মনে করে দাড়ি রাখা না রাখার বিষয়টি আলোচনা করা অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয়। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছি। আসুন নিম্নে আরেকটি বিষয়ে আরও স্বচ্ছ ধারণা নিই।

মুসলিম সমাজে দাড়ি না রাখার প্রবণতা

দাড়ি না রাখার প্রবণতা বর্তমানে অনেক বেশি। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। নিম্নে আমরা কিছু কারণ তুলে ধরলাম–

প্রথম কারণ

কাফির-মুশরিক তথা ভিন্নধর্মীদের অনুসরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রেখেছেন এবং সাহাবীদেরকে দাড়ি রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। দাড়ি রাখার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ, সাহাবীদের যুগ ও তাবেঈদের যুগে মতপার্থক্য বা বিতর্কিত বিষয় ছিল না। এই তিন যুগে দাড়ি হলক করা বা কামানো মুসলমানদের কাছে একেবারেই অপরিচিত ও নিন্দিত বিষয় ছিল। ঈমানদার ব্যক্তি ঈমানের ঘোষণা দেয়ার পর একথা জানত না যে, দাড়ি হলক করা একটি বৈধ বা সংগত বিষয় হতে পারে। কারণ, এ যুগগুলোতে দাড়ি হলক করা

মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত ও গর্হিত বিষয় ছিল। বর্তমানে দাড়ি হলক করা মুসলমানদের নিকট তথাকথিত আধুনিকতা, প্রগতি ও উন্নয়নের বিষয়। এটার বাস্তব কারণ হলো, ইসলাম যত আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তত বিভিন্ন আঙ্গিকে এর সংস্করণ পরিবর্তন হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এটা মুসলমানদের নিকট একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমালোচনা ও বিতর্কের কারণ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কাফির-মুশরিক তথা ভিন্ন ধর্মীদের অনুসরণকে মুসলমানরা নিজেদের মর্যাদা ও সম্মানের বিষয় মনে করছে। আর মুসলমানরা যখনই মনে করছে যে, কাফিরদের অনুসরণ করলে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে তখনই তারা এসব কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সম্মান তালাশ করছি এমন লোকদের থেকে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্মান দেননি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা হেদায়াতই দেননি সম্মান তো দূরের কথা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

'আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই সম্মান কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।' [সূরা আল মুনাফিকুন: ০৮]

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানরা মনে করছে, তাদের অনুসরণের মধ্যে সম্মান রয়েছে। উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন,

إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ فَلَنْ نَّبْتَغِيَ الْعِزَّ لِغَيْرِهٖ ـ

'আমরাতো লাঞ্ছিত ছিলাম, ইসলামের মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদেরকে ইজ্জত দিয়েছেন। আমাদের সম্মান মর্যাদা তো স্থাপিত হয়েছে ইসলামের মাধ্যমে। সুতরাং, যতই সম্মান তালাশ করি না কেন ঐ পথ দিয়ে, যে পথে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইজ্জত দেন নাই তাহলে অবশ্যই তিনি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।' (মুসতাদরাকে হাকেম ১/১৩১; হাদীস নং ২০৮)। এজন্য আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন,

অতএব, কাফির-মুশরিকদের কাছে সম্মান চাওয়া বা লাভ করতে যাওয়া মুসলমানদের চরিত্র নয়।

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ـ

'যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর।' [সূরা নিসা: ১৩৯]

সুতরাং, সম্মান বা মর্যাদার কোনো অংশই কাফিরদের মধ্যে নিহিত নেই। কাফিরদের অন্ধ অনুসরণ ও বাহ্যিক বেশভূষা ধারণ করলেই তারা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে এবং আমাদেরকে বিশ্বাস করবে– এ ধারণা অবান্তর। আজকে পৃথিবীতে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তারা বিভিন্ন ধরনের নাটক করে থাকে, রাজনৈতিক পরিভাষায় তারা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকে। কিন্তু এর জন্য কি বিধর্মীরা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট? উত্তর, না। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা টার্গেট অনেক গভীরে স্বল্প জ্ঞানের কারণে হয়তো আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না। আর তাই আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন,

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ـ

'আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত' আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।' [সূরা আল বাকারা: ১২০]

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফরীর ঘোষণা না দিবে, তাদের অনুসরণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রতি তারা সন্তুষ্ট হবে না। সুতরাং, আমরা যদি মনে করি যে, তাদের অনুসরণে আমাদের কল্যাণ রয়েছে সেটা হবে ভুল ও বিভ্রান্তি।

দ্বিতীয় কারণ

আচার-আচরণে, কৃষ্টি-কালচারে, বাহ্যিক বেশভূষায় কাফিরদের অনুসরণকে সাধারণ বা তুচ্ছ মনে করা

এটা আজ অনেক স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে, যেটা সাহাবীদের যুগে অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কাফিরদের অনুসরণ করবো, কোন কোন আচার-আচরণের অনুসরণ করবো না, সেটা ছিল ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আমাদের মেলা-মেশা, উঠা-বসা কাফিরদের সাথে

একেবারে শিথিল হয়ে গেছে, হিন্দু মুসলমান একসাথে রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কেউ কেউ এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করাটাকে তুচ্ছ ও অহেতুক মনে করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত কঠিনভাবে এ বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا حُجْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ : فَمَنْ؟

'তোমরা অবশ্যই পূর্ববতী ইহুদি ও খ্রিস্টানদের যেসব রীতি-নীতি বা কালচার আছে সেগুলোর অনুসরণ করবে, একেবারে বিঘতে বিঘতে ও হাতে হাত মেপে অর্থাৎ হুবহু তোমরা এসব রীতিনীতির অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে কোন কারণে প্রবেশ করে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। সাহাবীরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের?! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে আর কারা?' [বুখারী ৬৮৮৯, ৩২৬৯; মুসলিম ২৬৬৯]

ইহুদি-খ্রিস্টানদের যত আচার-আচারণ আছে এগুলোকে আমরা কালচার হিসেবে, সভ্যতা হিসেবে, প্রগতি হিসেবে নিচ্ছি কেউবা আধুনিকতা ও ডেভেলপমেন্ট হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। বিভিন্ন আঙ্গিকে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন নাম দিয়ে আমরা তাদের কৃষ্টি-কালচারকে আমাদের নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে নিচ্ছি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই আচরণকে কুফরীর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। আর আমরা এটাকে তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয় হিসেবে মনে করছি বা বিবেচনা করছি। সুনানে আবু দাউদের একটি সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

'যে ব্যক্তি অন্য কোন বিধর্মীর সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

সুতরাং বিধর্মীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা তাদের কৃষ্টি কালচার আচার-আচরণ অবাধে ও নির্দ্বিধায় অনুসরণ করা এসব সাধারণ বা তুচ্ছ বিষয় নয়। যদিও আমরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাকে তুচ্ছ মনে করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়টি

ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করাকে তাদের সাথে শামিল হওয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তৃতীয় কারণ

কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি ও সহাবস্থান বৃদ্ধি পাওয়া

কাফিরদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের পূজা-পার্বণে অংশগ্রহণ করতেও বিবেক বাধা দেয় না। দু-একজন এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেও অস্বীকার করতে পারবেন না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই, হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা মুসলমানদের দিয়েই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাদের সাথে আমাদের ভালবাসা অন্তরঙ্গ ও বন্ধুত্ব গভীর হয়ে গেছে। উপরন্তু আরো যা রয়েছে সেগুলোতো আলোচনার বাইরে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমতাহিনার প্রথম আয়াতে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ -

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার দুশমন এবং তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।' [সূরা মুমতাহিনা: ১]

আয়াতটি নাযিল হয় হাতেব ইবন আবু বালতা রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা বিজয়ের আগে মক্কার কাফিরদের নিকট একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মক্কা আক্রমণ করবেন এই তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসছেন অন্ধকার মেঘের মত যেটা তোমরা আর ফেরাতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এটাকে অত্যন্ত কঠিন বিষয় হিসেবে নিয়ে বললেন যে, তোমরা কাফিরুদরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। অথচ হাতেব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বন্ধু হিসেবে মোটেও গ্রহণ করেননি। শুধু চিঠি লিখে মক্কা বিজয়ের খবর দেয়া ছাড়া অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো সতর্ক করে বলেন,

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ - بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

'হে মুমিনগণ, ইয়াহূদি ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম কাওমকে হেদায়াত দেন না।' [সূরা মায়িদা: ৫১]

সত্যিকথা হচ্ছে, আমাদের জানতে হবে অমুসলিমরা মুসলমানদের বন্ধু নয় বরং তারা তাদের পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাকে আর তোমাদের সাথে নেওয়ার সুযোগ নেই। সে মুসলিম সমাজ থেকে বের হয়ে যাবে। সত্যিকার অর্থে কুফরীর কারণে তাদের সাথে আমাদের দূরত্ব থাকা প্রয়োজন ছিল। ঈমানের কারণে তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য থাকা দরকার ছিল। যেহেতু আমি একজন ঈমানদার, আমি একজন মুসলিম। কিন্তু যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা না হয়ে বরং আমরা আরো তাদের সাথে সখ্য দেখাচ্ছি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করছি। তবে তাদের সাথে আমাদের একটি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে, সেটা হলো তারা যেমন আদম সন্তান আমরাও আদম সন্তান। সেক্ষেত্রে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের প্রতি আমরা সহমর্মিতা দেখাতে পারি, কিন্তু যখন ঈমান ও আক্বীদার বিষয় আসবে, কালচারের বিষয় আসবে এবং যখন নীতি নৈতিকতার বিষয় আসবে, তখন আমরা ঈমানদার হিসেবে এবং মুসলিম হিসেবে যে ঘোষণা দিয়েছি, সে ঘোষণার উপর আমাদের আরো বলিষ্ঠ ও দৃঢ় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে যদি সব সমান করে দেখি তাহলে হবে না। এসব কারণেই মূলত একদল স্বার্থান্বেষী আদর্শ বিকৃতমহল দাড়ি রাখার বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে এ নিয়ে জায়েয-নাজায়েযের বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ বিতর্কের ধারাবাহিকতায় দাড়ি না রাখার বিষয়টি নিন্দিত না হয়ে নন্দিত হয়ে যাচ্ছে। আর দাড়ি না রাখার কালচারই শরী'আতের জ্ঞান বিচ্যুত মুসলমানদের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করেছে।

চতুর্থ কারণ

দাড়ি রাখাকে তথাকথিত আধুনিকতা ও সভ্যতা পরিপন্থী মনে করা

বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোক দাড়ি রাখা সভ্যতা ও আধুনিকতার পরিপন্থী মনে করে থাকেন। এটি চরম বিভ্রান্তি। আদর্শিক কারণে দাড়ি রাখা ইসলামের

অন্যতম কালচার ও সংস্কৃতি। সুতরাং, এটাকে বর্জন করা স্বীয় আদর্শের ব্যাপারে আপস করার মতো, যা নিঃসন্দেহে গর্হিত। আর এ কথা সত্য যে, দাড়ি না রাখার মধ্যে সভ্যতা ও আধুনিকতার কোন সম্পর্ক নেই। বরং আমরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে দেখতে পাই, আদর্শিক কারণে তারা দাড়ি রেখে নিজেদের সভ্যতাকে সমুন্নত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পঞ্চম কারণ

খারাপ ও বিকৃত পরিবেশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া

দাড়ি না রাখার পেছনে পরিবেশের প্রভাব কাজ করে থাকে। পরিবেশের কারণে অনেককে দেখা যায়, দাড়ি রাখতে সে অনেকটা সংকোচ বোধ করে। তাই এমন পরিবেশে নিজেকে নিমজ্জিত করা উচিত নয়, যা ব্যক্তিকে তার মৌলিক আদর্শের ক্ষেত্রে দ্বিধা-সন্দেহে ফেলে দেয়।

ষষ্ঠ কারণ

মুসলিমদের বিশ্বাস, কথা ও কর্মে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি

বর্তমানে মুসলিমরা ইসলামী অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা ও মতাদর্শের বেড়াজালে আড়ষ্ট হওয়ার কারণে তাদের বিশ্বাস, কথা ও কর্মে দারুণভাবে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের অনেকে মনে করেন, কথা ও কর্মের বৈসাদৃশ্যতায় ঈমান ও আক্বীদার উপর প্রভাব ফেলতে পারবে না। ফলে সকল প্রকার মুনাফিকীকে অন্তরে গোপন করে মুখে শুধু ইসলামের নাম উচ্চারণ করে যাওয়াই মুসলমান হওয়ার মূল দাবি হিসেবে মনে করে যাচ্ছে। মূলত এসব কারণে তাদের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে কর্মের সম্পর্ক নিবিড় হচ্ছে না। যেন তেন কর্ম সাধনের মাধ্যমে তারা নিজেদের মুসলমানিত্বটুকু রক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই আদর্শের দাবি পূরণ করা তাদের কাছে নগণ্য বিষয়। মুসলিম পরিচয় দেয়াটাই তাদের কাছে মুখ্য বিষয়। প্রকৃত মুসলিম হিসেবে তার কি করণীয় ও বর্জনীয় তা তার কাছে আলোচ্য বিষয় নয়।

কুরআন ও হাদীসে দাড়ি ও গোঁফ

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ـ

'সে বলল, হে আমার সহোদর! আমার দাড়িও ধরো না, মাথার চুলও ধরো না।' [সূরা ত্বা-হা: ৯৪]

উপরোক্ত বক্তব্যটি মুসা আলাইহিস্ সালামের ভাই হারুন আলাইহিস্ সালামের। তিনি মূসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে এ কথা বলেছিলেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন নবী ছিলেন। এই আয়াতের মাধ্যমে দাড়ির ইতিহাস অতি প্রাচীন এটা প্রমাণিত হয় আর এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, দাড়ি রাখা নবী ও রাসূলদের সুন্নাত বা রীতি ছিল।

২. আবূ বকর ইবন নাফে' তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোঁফকে ছোট করতে এবং দাড়িকে লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। [আস্ সুনান আস সুগরা : ৭৬]

৩. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَشَرَةٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ ـ

'দশটি কাজ ফিতরাত বা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাববান্ধব বিষয়। তার মধ্যে তিনি গোঁফ ছোট করা এবং দাড়িকে ছেড়ে দেয়া বা লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন।' [মুসলিম : ৬২৭]

৪. জাবের ইবন সামূরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا

بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيْرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার সামনে ও দাড়ির শুরুভাগে কিছু চুল পেকে সাদা হয়েছিল। তিনি যখন তেল দিতেন তখন তা বুঝা যেত না। আর যখন এলোমেলো হতো তখন বুঝা যেত। তাঁর দাড়ি ছিল অনেক ঘন ও বেশি। আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললেন, তাঁর চেহারা ছিল তরবারির মতো ধবধবে। তিনি বললেন, না বরং তিনি চন্দ্র-সূর্যের মতো আলোকোজ্জ্বল ছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল গোলাকৃতির। আমি তাঁর স্কন্ধে কবুতরের ডিমের মতো নবুওয়াতের সিলমোহর দেখতে পেয়েছি, যা তাঁর দেহের আকৃতির সাথে মিশে ছিল।' [মুসলিম : ৬২৩০]

৫. নাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : انْهَكُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى ـ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা গোঁফকে একেবারে ছোট করবে আর দাড়ি ছেড়ে দেবে।' [বুখারী : ১৫৮৯]

৬. আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ ـ

'তোমরা গোঁফকে সম্পূর্ণ ছোট করে নাও আর দাড়িকে লম্বা কর এবং অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।' [মুসলিম : ৬২৫]

৭. আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَعْفُوا اللِّحَى، وَخُذُوا الشَّوَارِبَ، وَغَيِّرُوا شَيْبَكُمْ، وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى ـ

'তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও আর গোঁফ ছোট কর, তোমাদের বার্ধক্যজনিত কারণে পাকা চুল অন্য রং দিয়ে পরিবর্তন কর। আর এ ক্ষেত্রে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না।' [মুসনাদ ইমাম আহমদ : ৮৬৫৭]

৮. আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্নিপূজকদের সম্পর্কে বললেন,

إِنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ .

'তারা তাদের গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি হলক করে, সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ কর।' [সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী: ৬৭৯]

৯. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লালাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ غَيِّرُوا اللِّحَى .

'তোমরা অনারবদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না। তোমরা তোমাদের দাড়ি লম্বা কর। তাদের বিপরীত কর। [মুসনাদ আল বায্যার: ৫২১৭]

দাড়ি হলক করা অগ্নিপূজকদের কাজ

১. আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى، فَإِنَّ الْمَجُوْسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا فَخَالِفُوْهُمْ، جُزُّوْا شَوَارِبَكُمْ وَأَعْفُوْا لِحَاكُمْ .

'ইসলামের স্বভাবজাত বা সৃষ্টিগত বিষয় হচ্ছে; জুম'আর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা, গোঁফ ছোট করা, দাড়ি লম্বা করা, কেননা অগ্নিপূজকগণ তাদের গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি ছোট করে। সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধিতা কর, তোমাদের গোঁফ ছোট কর এবং দাড়িকে লম্বা কর। [সহীহ ইবন হিব্বান: ১২২১]

২. উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجُوْسِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ حَلَقَ لِحْيَتَهُ وَأَطَالَ شَارِبَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا فِيْ دِيْنِنَا، قَالَ وَلٰكِنْ فِيْ دِيْنِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ وَأَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ .

'জনৈক অগ্নিপূজক দাড়ি হলক করে গোঁফকে লম্বা রেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? লোকটি বলল, এটাই আমাদের ধর্ম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু আমাদের ধর্মের বিধান হচ্ছে গোঁফ ছোট করা এবং দাড়ি লম্বা রাখা। [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা : ১১১]

গোঁফ লম্বাকারীর জন্য সতর্কতা

যায়েদ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ـ

'যে ব্যক্তি গোঁফ ছোট করবে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' [তিরমিযী : ২৭৬১]

দাড়ি লম্বা করা আল্লাহ তা'আলার আদেশের আনুগত্য করা

ইয়াযিদ ইবন হুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلاَ كِسْرَى لَمَّا دَخَلاَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ حَلَقَا لِحَاهُمَا وَأَعْفَيَا شَوَارِبَهُمَا كَرِهَ النَّظْرَ إِلَيْهِمَا وَقَالَ وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهٰذَا؟ قَالاَ أَمَرَنَا بِهٰذَا رَبُّنَا، يَعْنِيَانِ كِسْرَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّ رَبِّيْ أَمَرَنِيْ بِإِعْفَاءِ لِحْيَتِيْ وَقَصِّ شَارِبِيْ ـ

'কিসরার দু'জন দূত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসল। লোক দুটি তাদের দাড়ি হলক করেছিল এবং গোঁফ লম্বা করেছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে তাকানো অপছন্দ করলেন এবং বললেন, তোমাদের এই কাজের জন্য ধিক। কে তোমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছে? একথা শুনে লোক দু'টি বলল, আমাদের প্রভু অর্থাৎ কিসরা আমাদেরকে এ ধরনের করতে আদেশ করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দাড়ি লম্বা রাখা এবং গোঁফ ছোট করতে আদেশ করেছেন।' [ইবন জারির, ইবন কাসীর ও ইবনুল জাওযী (র) উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী (র) ফিকহুস সীরাতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

দাড়ি রাখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

১. দাড়ি হচ্ছে ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের স্বভাবজাত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে ফিতরাত দিয়ে তার অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে দাড়ি। দাড়ির মাধ্যমে পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কখনও পরিবর্তন আনেননি এবং কোন প্রকার পরিবর্তন আনার জন্যে কাউকে অনুমোদন দেননি। সুতরাং কোন ধরনের পরিবর্তন করা এ ফিতরাতের পরিবর্তনের নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ـ

'এটি আল্লাহর ফিতরাত বা সৃষ্টিগত রীতি, যে স্বভাবের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। এটি সঠিক দীন বা জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।' [সূরা আর রূম: ৩০]

এ কারণেই উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন,

عَشْرَةٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ـ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ ـ

'দশটি জিনিস হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। গোঁফ ছোট করা, দাড়ি লম্বা করা, মেসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, হাত-পায়ের গিরাগুলো (ওজুর সময়) ধৌত করা, বোগলের লোম উঠিয়ে ফেলা, নাভির নিচের লোম কেটে ফেলা এবং পানি ব্যবহার করে পবিত্রতা লাভ করা বর্ণনাকারী বলেন, দশ নাম্বারটা আমি ভুলে গেছি তবে সেটা কুলি করা হতে পারে।' [মুসলিম : ৬২৭]

উপরোক্ত দলীলের মাধ্যমে একথা প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি পুরুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগত সুন্নাত বা রীতি এবং স্বভাবজাত বিষয়। এতে পরিবর্তন বা বিকৃতি এই রীতির ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন সাধন।

২. দাড়ি পুরুষের সৌন্দর্য

একটি মওকূফ বর্ণনায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে এভাবে এসেছে,

سُبْحَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بِاللِّحى وَالنِّسَاءَ بِالذَّوَائِبِ.

‘পবিত্রতা সেই সত্তার, যিনি পুরুষকে দাড়ি দিয়ে সুশোভিত করেছেন আর নারীদের করেছেন চুলের বেণী দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত।’ [মুসনাদুল ফিরদাউ ৪/১৫৭, আছারটি একাধিক আহলুল হাদীস মওকূফ হাসান বলেছেন। তবে এর মারফূ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, আল কুইয়েতিয়্যা: ২১/৭৫, তারিখে দামেশক: ১০/৩৮৭]

সুতরাং, পুরুষের সৌন্দর্য হচ্ছে দাড়িতে আর নারীদের সৌন্দর্য হচ্ছে তাদের বেণীতে। এর বিপরীত করলেই মূলত এই সৌন্দের্যে বিচ্যুতি ঘটতে পারে, যা নারী-পুরুষের স্বভাবজাত সৌন্দর্যকে কেড়ে নিতে পারে। কারণ, পুরুষরা যদি নারীদের মতো বেণী করে, আর নারীরা যদি চুল লম্বা না করে হলক করে বা ছোট করে তাহলে তা দৃষ্টিকটু এবং বেমানান হবে। তবে বিকৃত রুচির কারণে কারো কাছে এটা ফ্যাশন বা স্টাইল মনে হতে পারে। কারণ, জ্বরাক্রান্ত রোগীর কাছে মিষ্টিও তিক্ত লাগে। কারণ, অসুস্থতার ফলে তার রুচি বিকৃত হয়ে গেছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, রুচিতে পরিবর্তন হলে গর্হিত কাজ ও মানুষের কাছে স্বভাবজাত হয়ে যায়, ফলে সে স্বাভাবিকভাবে তা করতে পারে। আর রুচি যখন বিকৃত না হয়ে সুস্থ থাকবে তখন কোন গর্হিত কাজ আপনার নিকট স্বাভাবিক মনে হবে না। যেমন, একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ কি কাপড় চোপড় খুলে রাস্তায় হাঁটতে পারবে? উত্তর, পারবে না। কেননা তার রুচিতে বিকৃতি আসেনি। তাই স্বভাবজাত বিষয়ের সাথে রুচির একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এই স্বভাবজাত বিষয়ের একটি হল, পুরুষরা দাড়ি ছেড়ে দেয়া বা লম্বা করা আর মহিলাদের চুল ছেড়ে দেয়া বা লম্বা করা। কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেছে। পুরুষরা চুল রাখে নারীদের মত। আর নারীরা চুল কাটে পুরুষের মতো। এরপর মনে করে যে, আমাকে খুব স্মার্ট লাগছে। আসলে এটা কিন্তু স্মার্ট নয়। প্রকৃত কথা হচ্ছে পুরুষের জন্য স্মার্টনেস হচ্ছে দাড়ি রাখা। এটা তার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করে। তাই দাড়ি যত বেশি কামাবে ততই তার সৌন্দর্যের মধ্যে বিকৃতি হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে স্বভাবের বিপরীত কাজ আখ্যা দিয়েছেন।

৩. দাড়ি হলক করা পৌরুষের বিকৃতি, আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন এমনকি শয়তানের কর্ম

দাড়ি কাটা মূলত কোন ব্যক্তি নিজের পৌরুষকে বিকৃতি সাধন করা এবং আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা। এটা শয়তানের কাজ। শয়তান কসম করে বলেছে,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ـ

'আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।' [সূরা নিসা : ১১৯]

ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ আলেম আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ বায়ানুল কুরআনে বলেন,

إِنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ دَاخِلٌ فِيْ تَغْيِيْرِ خَلْقِ اللّٰهِ ـ

'দাড়ি হলক করা বা কামানো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধনের অন্তর্ভুক্ত।' যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দাড়িসহ অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। অতএব, যারা এর মধ্যে পরিবর্তন আনবে তারা যেন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনলো। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়েও ক্ষুদ্র একটি বিষয়ের জন্যে অভিশাপ দিয়েছেন। তা হচ্ছে, ভ্রূ প্লাক করা বা তুলে ফেলা।

আলকামা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ تَعَالَى مَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ} ـ

আল্লাহ তাআলার অভিশাপ দিয়েছেন সেসব নারীদের উপর যারা উল্কি আঁকে এবং যাদের জন্যে উল্কি আঁকা হয়, যারা ভ্রূ প্লাক করে এবং যাদের জন্যে তা করা হয়। আর যে সব নারী সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে দাঁত কেটে চিকন করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি কেন তাদের প্রতি অভিশাপ দিব না যাদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন আর তা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে এভাবে এসেছে, রাসূল তোমাদের কে যা দিয়েছেন তা আঁকড়ে ধর। [বুখারী ৫৯৩১]

অপর বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বিষয়টি এভাবে এসেছে,

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ـ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ...)

আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলার অভিশাপ ঐ সকল নারীদের উপর, যারা উল্কি আঁকে এবং যাদের জন্য উল্কি আঁকা হয়, যারা ভ্রূ প্লাক করে এবং যাদের জন্য তা করা হয়, যেসব নারী সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত কেটে চিকন করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করে। বর্ণনাকারী বলেন, বনূ আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নাম্নী কুরআন তিলাওয়াতকারী এক মহিলার নিকট হাদিসটি পৌঁছালে তাৎক্ষণিকভাবে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে অভিশাপের কারণ জিজ্ঞাসা করত প্রশ্ন করলেন, কী বলছ? আমি শুনলাম যে তুমি অভিশাপ দিয়েছ

ঐ সকল নারীদের উপর...... বিকৃতি সাধন করে। তখন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে লক্ষ্য করে বললেন, যাদের উপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন আমি কেন তাদেরকে অভিশাপ দেব না? এ কথা শুনে মহিলা বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, কোথাও এমনটি পাইনি। ইবন মাসউদ বললেন,

إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ثُمَّ قَالَ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ...)

যদি তুমি ভালোভাবে পড়তে তাহলে অবশ্যই পেতে। অতঃপর তিনি কুরআনের উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে শোনালেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা আঁকড়ে ধর, আর যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। অর্থাৎ এটি রাসূলের দিকনির্দেশনা, যার অনুকরণ অপরিহার্য'।

সহীহ ইবন হিব্বানের অপর এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এই কথা বললেন, তখন বনু আসাদ গোত্রে উম্মে ইয়াকুব নাম্নী এক মহিলা তাকে বললেন, কী বলছ? আমি আল্লাহর কিতাব পুরোটা পড়েছি তাতে তো এমন কিছু নেই। তখন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে লক্ষ করে বললেন, যদি তুমি ভালোভাবে পড়তে তাহলে পেতে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও'। [সহীহ ইবন হিব্বান: ৫৫০৫]

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, ভ্রূ প্লাক করা বা ভ্রূ উঠিয়ে ফেলা হারাম কাজ। সামান্য ভ্রূ উঠিয়ে ফেলা যদি হারাম হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি হয় তাহলে সমস্ত দাড়িগুলো উঠিয়ে ফেলা বা হলক করা কোন ধরনের হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। এজন্য ইবনু বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

فَالتَّحْلِيْقُ فِيْ هٰذَا اللَّعْنِ يَدْخُلُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى ـ

'ভ্রূ উপড়ে ফেলা যদি হারাম হয় তাহলে দাড়ি হলক করাটা অবশ্যই জরুরি ভিত্তিতে এই অভিশাপের আওতাভুক্ত হবে।' [দাওয়াবিতুত তাশবীহ, পৃষ্ঠা ৩]

অতএব, যে ব্যক্তি দাড়ি রাখবে সে উক্ত অভিশাপ হতে মুক্তি পাবে আর যে দাড়ি হলক করবে সে এই ধরনের অভিশাপে অভিশপ্ত হবে।

৪. দাড়ি লম্বা করা ইসলামী শরী'আতে কাফির ও মুশরিকদের প্রতি কাঙ্ক্ষিত বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে দাড়ি হলক করা কাফির ও মুশরিকদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য গ্রহণ করার নামান্তর

ইসলামী শরী'আত যেসব বিষয়ে ভিন্ন ধর্মীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমাদেরকে নির্দেশ করেছে সে সব কাঙ্ক্ষিত বিরোধিতার একটি বিষয় হচ্ছে দাড়ি লম্বা করা বা ছেড়ে দেয়া। যে ব্যক্তি দাড়ি লম্বা করল সে এই কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হল পক্ষান্তরে, যে দাড়ি হলক করল সে নিজেকে কাফিরদের সাথে মিলিয়ে নিল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট হাদীসের মাধ্যমে দাড়ি লম্বা করা ও গোঁফ ছোট করার মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করতে আমাদের সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখার নির্দেশের সাথে আমাদেরকে এভাবে বলেছেন,

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوْا اللِّحَى -

অর্থাৎ, তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর, তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা কর। তোমরা গোঁফ ছোট কর আর দাড়ি লম্বা কর।

উল্লেখ্য যে, তখনকার মুশরিক ও অগ্নিপূজারীরা দাড়ি হলক করত বা কামাত। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তাদের বিরোধিতা করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দাড়ি রাখা মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য আমাদেরকে দাড়ি রাখতে হবে।

৫. দাড়ি হলক করা সুন্নাতুল মুস্তাফা ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ

দাড়ি হলক করা বা কামানো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের পরিপন্থি। আর এর মধ্যে রয়েছে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যতা। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি নির্দেশ অমান্য করা অত্যন্ত জঘন্যতম কাজ। উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে জাবালে রুমাতে ৫০ জন সাহাবীকে পাহারা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন যে, যুদ্ধে জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন

তোমরা কোন অবস্থাতেই এ স্থান ত্যাগ করবে না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সাথে যারা ছিলেন, যুদ্ধের অবস্থা দেখে তারা মনে করলেন যুদ্ধে তো আমাদের জয় হয়ে গেছে, তাই তারা সবাই পাহাড় থেকে নেমে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু-এর নির্দেশের ব্যতিক্রম করলেন। এর ফলে এতবড় বিপর্যয় মুসলমানদের এসেছিল যে ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তিনি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। মুসলমানরা মুশরিকদের ভয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকা কয়েকজন সাহাবী ছাড়া বাকিরা হতাশ হয়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে একথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর ইসলাম থাকবে কি থাকবে না, এ ব্যাপারে জটিল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি নির্দেশ লংঘন করার কারণে মুসলমানদের উপর এ বিশাল বিপর্যয় নেমে এসেছিল। সুতরাং আমরা যদি এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বড় বড় নির্দেশসমূহ লঙ্ঘন করি তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? এ বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা দরকার। এর ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এভাবে জানিয়েছেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

'অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।' [সূরা নূর: ৬৩]

অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি নির্দেশ যে লঙ্ঘন করবে সে অবশ্যই বড় ধরনের ফিতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي -

'যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হলো সে আমার দলভুক্ত নয়।' [সহীহ ইবন খুযাইমাহ: ২০২৪; জিয়াউর রহমান আজমী সনদটিকে সহীহ বলেছেন]

৬. দাড়ি হলক করা বা কামানো মহিলাদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা

দাড়ি কামানো মূলত মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে পুরুষ মহিলার আকৃতি গ্রহণ করে থাকে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এ কাজ করাকে অভিশাপের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

'আল্লাহর লা'নত ঐ সকল মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং লা'নত ঐ সব পুরুষের উপর, যারা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। [সুনানে আবূ দাউদ: ৩৫৭৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবন হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, এটা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয় যে, কোন পুরুষ নারীর বেশভুষা নিবে এবং নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, পোশাকের ক্ষেত্রে হোক, অথবা সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে হোক। বিশেষ করে ঐ সমস্ত সৌন্দর্য যেগুলো নারীর জন্য বিশেষিত। অনুরূপভাবে নারীর জন্যও জায়েয নয় পুরুষের বেশভূষা গ্রহণ করা এবং পুরুষের জন্য যেগুলো প্রযোজ্য সেগুলোর সাদৃশ্য গ্রহণ করা। অতঃপর তিনি বলেন, দাড়ি হলকের মাধ্যমে নারীদের সাথে এ ব্যাপারে পুরুষদের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ প্রকার সাদৃশ্য পোশাকের চেয়েও জঘন্য। কারণ, পোশাকের মাধ্যমে কিছুটা হলেও পার্থক্য করা যায়, কিন্তু দাড়ি কামানোর মাধ্যমে মহিলাদের সাথে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য হয়ে যায়। যাতে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে যায়। নারী ও পুরুষের মাঝে বাহ্যিকভাবে সবচেয়ে বড় যে পার্থক্য আল্লাহ তা'আলা করে দিয়েছেন তা হল দাড়ি। শাইখ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কোন পুরুষ তার দাড়ি হলক করে সে মহিলাদের সাথে সবচেয়ে বড় ধরনের সাদৃশ্যতা বজায় রাখল, যে সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মধ্যে নিষেধ করেছেন এবং যার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত বা অভিশাপ দিয়েছেন।

৭. দাড়ি লম্বা করা প্রসিদ্ধ ইমামগণ ও সৎকর্মশীলদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

সৎকর্মশীল লোকদের অনুসরণ করতে আমাদেরকে বলা হয়েছে। মূলত তাদের অনুসরণের মধ্যেই ইসলামের প্রকৃত অনুসরণের মর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ـ

'আর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ।' [সূরা নিসা: ১১৫]

এজন্য ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সৎকর্মশীলদের ভালোবাসি। যদিও আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর মাধ্যমে সৎকর্মশীলদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন।

৮. দাড়ি হলক করা বা কামানো গুনাহের প্রকাশ্য ঘোষণা

দাড়ি হলক করার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে গুনাহ'র কাজকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া। গুনাহ'র কাজ প্রকাশ্যে করা বা ঘোষণা দিয়ে করা অবাঞ্ছিত ও জঘন্যতম। তাই গুনাহকে আপনি যত বেশি গোপন করতে পারবেন তত বেশি আপনি উপকৃত হবেন। আর সমাজের মানুষও এ ধরনের গুণাহ থেকে বাঁচবে। সমস্ত উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছগিরা গুনাহ করে বেড়ায় তাহলে সেটা কবিরা গুনাহতে পরিণত হবে এবং এর পাপ জঘন্য হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রকাশ্যে গুনাহ করার অর্থ হচ্ছে, নিজেকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করা এবং অপরকে এ ধরনের গুনাহ করতে উৎসাহিত করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন,

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ـ

'আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে অস্বীকারকারী ব্যতীত। তারা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অস্বীকারকারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফরমানী করবে সেই মূলত অস্বীকারকারী। [বুখারী: ৭২৮০]

সালেম ইবন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِيْنَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ.

'আমার সকল উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে একমাত্র ঐ সকল ব্যক্তিরা ছাড়া যারা প্রকাশ্যে গুনাহ করে থাকে। প্রকাশ্যে গুনাহ করার অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি রাতে কোনো গোপন কাজ করল, অতঃপর সকালে সেটাকে মানুষের মাঝে প্রকাশ করে বেড়াল, অথচ আল্লাহ সেটাকে গোপন করে রেখেছিলেন। আর সে এভাবে বলে বেড়ায়, হে অমুক! গত রাত্রে আমি এই এই করেছি। মূলত এর মাধ্যমে সে তার উপর আল্লাহ তা'আলার গোপনীয়তার আবরণকে উন্মুক্ত করে দিল।' [বুখারী: ৬০৬৯]

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তা'আলা গুনাহর কোন আকার দিতেন, যদি তা দুর্গন্ধ আকারে দেয়া হত, তাহলে আমরা একে অপরের কাছে গুনাহ এর দুর্গন্ধের কারণে আসতে পারতাম না। আর গুনাহ এর এ বাহ্যিক রূপের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হত, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেহেরবানী করে গুনাহকে আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এসব গুনাহের কাজ প্রকাশ্যে করতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এটি কতই না আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহের আকার দিবেন। সেদিন গুনাহগার পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গুনাহের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। গুনাহের বিশাল বিশাল বোঝাগুলো মাথায় নিয়ে কিয়ামতের দিন চলাফেরা করতে হবে। কারো বোঝা কেউ বহন করবে না।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবন বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, গুনাহর কাজকে প্রকাশ্যে করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার হক, নবী ও রাসূলদের হক এবং সৎকর্মশীল মুমিনদের হকের সাথে উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করা। এটি জঘন্যতম অপরাধ।

৯. দাড়ি হলক করা আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় কাজ

দাড়ি হলক করা বা কামানোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ ও ঘৃণা করেন। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট চিঠি প্রেরণ করেছেন। তখন পারস্যের ক্ষমতাধর ছিল, কিসরা বা খসরু। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট চিঠি প্রেরণ করলেন। চিঠি পেয়ে কিসরা দুইজন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পাঠালেন। আলবিদায়া ওয়ান্ নিহায়াতে উল্লেখ আছে, সে দুইজন লোক অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তাদের দাড়ি কামানো ছিল এবং গোঁফগুলো অনেক বড় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে অপছন্দ করলেন। তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদেরকে এই কাজ করার জন্য কে বলেছে? উত্তরে তারা বলল, আমাদের রব অর্থাৎ কিসরা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার রব আল্লাহ তাআলা আমাকে দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং গোঁফকে ছোট করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১০. দাড়ি লম্বা করা ইসলাম ও মুসলমানদের শিয়ার বা নিদর্শন

ইবন আবী শাইবা তার মুসান্নাফে উল্লেখ করেন, একজন অগ্নিপূজক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসল, যার দাড়ি কামানো ছিল এবং গোঁফ লম্বা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, এটা কী? সে উত্তর দিল এটা আমাদের দীন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিন্তু আমাদের দীন হল গোঁফকে ছোট করা আর দাড়িকে লম্বা করা।

হারেস ইবন আবী উসামা ইয়াহইয়া ইবন কাসীর থেকে বর্ণনা করেন, অনারব এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল, যার গোঁফ লম্বা ছিল আর দাড়ি কামানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে উত্তরে বলল, আমার প্রতিপালক বা মনিব এ নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বললেন, আমার মনিব আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, দাড়ি লম্বা করার জন্য এবং গোঁফ ছোট করার জন্য। উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, দাড়ি লম্বা করা ইসলাম ও মুসলমানদের শিয়ার বা নিদর্শন এবং মহান আল্লাহ তা'আলা দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দাড়ি রাখার শরয়ী মর্যাদা বা বিধান

দাড়ি রাখার ব্যাপারে কুরআনে সরাসরি কোন নির্দেশ মহান আল্লাহ আমাদেরকে দেননি। কারণ, দাড়ি রাখা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে অতিরিক্ত কোন নির্দেশ দেননি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো হাদীসে দাড়ি রাখার সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, যা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। এ সমস্ত হাদীস থেকে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম দাড়ি রাখাকে ওয়াজিব বা অপরিহার্য বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রথম যুগের আলেমদের মধ্যে কোন ধরনের মতপার্থক্য পাওয়া যায়নি। ইসলামী আদর্শের সাথে মুসলমানদের যখন থেকে দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং বিধর্মী ও মুশরিকদের আদর্শের সাথে যখন থেকে সখ্য তৈরি হয়েছে তখনই মুসলমানরা দাড়ি না রাখার বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন বিবেচনা করা শুরু করেছে।

মোটকথা, ইসলামী শরী'আতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব, দাড়ি হলক বা কামানো হারাম। এ ব্যাপারে ইমাম ইবন আব্দুল বার, ইবন হাযম আন্দালুসি, ইবন তাইমিয়াসহ প্রসিদ্ধ স্কলাররা আলেমদের ইজমা বা ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে, গোঁফ ছোট করা ওয়াজিব ও গোঁফ লম্বা করা হারাম। এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে দ্বিমত পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের থেকে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তার ধরন নিম্নরূপ:

১. দাড়ি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দেশসূচক শব্দ শরী'আতে ওয়াজিব বা ফরজ বুঝায়।
২. দাড়ি রাখার মাধ্যমে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বলা হয়েছে।
৩. দাড়ি হলক করা বা কামানো কাফির ও মুশরিকদের কালচার বা আচরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. দাড়ি লম্বা করাকে দীন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. দাড়ি হলককারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছেন।
৬. দাড়ি হলক করার মাধ্যমে কাফিরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৭. দাড়ি হলক করার কালচারকে ইসলামী কালচারের বাইরের বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি রাখা ও দাড়ি রাখার মাধ্যমে অমুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করা দুটি অপরিহার্য বিষয় এবং

ইসলামের শিয়ার বা নিদর্শন। সুতরাং, দাড়ি রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য তৈরি করা অবান্তর। মূলত হিদায়াতবিমুখ ব্যক্তিরাই এসব বিষয়ে বিতর্ক করার চেষ্টা করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কেননা, ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যে দলীল বা প্রমাণ থাকা দরকার তা এখানে বিদ্যমান। তবে কথা হলো, যে ব্যক্তি দাড়ি রাখে না তার বিধান কী? এর উত্তর হল, যিনি দাড়ি হলক করলেন তিনি হারাম কাজে লিপ্ত হলেন। কারণ, ইবন হাজম তার মারাতেবুল ইজমাতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং হলক করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত আলেমদের ইজমা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে শাইখ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, দাড়ি রাখা ওয়াজিব একথা প্রমাণ হওয়ার জন্য একটা দলিলই যথেষ্ট, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অসংখ্য হাদীস এ ব্যাপারে রয়েছে।

দাড়ি হলক হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমাসমূহ

كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ مَذْهَبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِيْ حُكْمِ اللِّحْيَةِ هُوَ الْاِتِّبَاعُ لِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ ـ مِنَ الْأَمْرِ بِإِعْفَاءِهَا وَأَنَّهُ يَحْرُمُ حَلْقُهَا لِذٰلِكَ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوْا مِنْ ذٰلِكَ إِلَّا الْأَخْذَ مِنْ طُوْلِهَا لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا ـ وَهُوَ رَاوِيْ الْحَدِيْثِ حَيْثُ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ـ

فَجَمِيْعُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ نَصُّوْا عَلَى الْاِقْتِدَاءِ فِيْ ذٰلِكَ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ جَوَازُ الْأَخْذِ الْمُطْلَقُ الْغَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَبِمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ ـ وَعَلَى هٰذَا نُقِلَ عَنْهُمُ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ـ وَكَذَا عَنْ غَيْرِهِمْ ـ

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে দাড়ির ক্ষেত্রে চার ইমামের মাযহাব হচ্ছে, দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব এবং তা হলক করা হারাম। এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ইমামগণ দাড়ি লম্বা রাখার সীমানা নির্ধারণ করেননি।

তবে হাদীসের বর্ণনাকারী ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হজ্জ ও উমরার সময় এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাঁটতেন। সুতরাং, চার ইমামের থেকে আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের উপর ইজমা রয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ফকীহগণের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা)-এর হাদীসের আলোকে ইজমা রয়েছে:

১. ইমাম ইবন হাযম বলেন,

وَأَمَّا فَرْضُ قَصِّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ثُمَّ ذُكِرَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنْهُمَا ـ

'গোঁফ ছোট করা এবং দাড়ি লম্বা করা ফরয।' [আল মুহাল্লা: ২/২২০]

২. ইবন হাযম আরও বলেন, أَنَّ حَلْقَ جَمِيعِ اللِّحْيَةِ مُثْلَةٌ لَا تَجُوزُ

'দাড়ি হলক করে বিকৃত করা জায়েয নেই।' [মারাতিবুল ইজমা: ১৬২]

৩. আবুল হাসান ইবন বাত্তান আল মালেকী বলেন,

أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ مُثْلَةٌ لَا تَجُوزُ ـ

'দাড়ি হলক করা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি, যেটা না জায়েয।' [আল ইক'না ফি মাসায়িলিল ইজমা: ২/৩৯৫৩]

৪. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا حَلْقُهَا فَمِثْلُ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا فَأَشَدُّ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا ـ

'দাড়ি হলক করা নারীদের মাথা হলক করার চেয়েও ভয়াবহ নিষিদ্ধ কাজ। কেননা, দাড়ি হলক করা নিষিদ্ধ, বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত।' [শারহুল উমদা: ১/২৩৬]

৫. ইবন আবিদীন আল হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

اَلْأَخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ دُوْنَ الْقَبْضَةِ، كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ ـ

'এক মুষ্টির নিচে দাড়ি ছোট করা যেমন কোনো কোনো মরক্কোর অধিবাসী ও মেয়েলিপনা গ্রহণকারী পুরুষেরা করে থাকে। এটি আলেমদের কেউ পছন্দ করেননি বা হালাল বলেননি, এমনকি এজন্য তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।' [তানকীহুল ফাতাওয়া: ১/৩২৯]

৬. শাইখ আলী মাহফুজ বলেন,

قَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى وُجُوْبِ تَوْفِيْرِ اللِّحْيَةِ وَحُرْمَةِ حَلْقِهَا .

'দাড়ি লম্বা রাখা ওয়াজিব এবং তা হলক করা হারাম, এ ব্যাপারে চার মাযহাবের ইজমা রয়েছে।' [আল ইবদা' ফি মাদারির ইবতিদা': ৪০৯]

৭. শাইখ মাহমুদ খাত্তাব আল মানহাল গ্রন্থে বলেন,

كَانَ حَلْقُ اللِّحْيَةِ مُحَرَّمًا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ، أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ .

'দাড়ি হলক করা সকল মুসলিম মুজতাহিদ আলেমগণের নিকট হারাম।' ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমদ ও আরও অনেক ইমামদের মত এটাই।

وَأَلَّفَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَسَائِلَ فِيْ حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ، وَمِنْهُمْ شَيْخُنَا سَمَاحَةُ الْمُفْتِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى رِسَالَةً فِيْ (حُكْمِ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ) أَبَانَ فِيْهَا السُّنَّةَ بِالْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ وَأَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَدَّ شُبَهَ بَعْضِ الْمُنْتَسِبِيْنَ لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيْ .

দাড়ি হলক করা হারাম হওয়ার বিষয়ে একাধিক আলেম পুস্তক লিখেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শাইখ মুফতি আব্দুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ তিনি দাড়ি লম্বা রাখার হুকুম সম্পর্কে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন যেখানে তিনি সহীহ হাদীসের আলোকে দাড়ি রাখার ব্যাপারে সুন্নাহ কী তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আলেমদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এবং এ ক্ষেত্রে কতক নামধারী আলেমের সন্দেহের অপনোদন করেছেন।

প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের দৃষ্টিতে দাড়ি রাখার বিধান

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, দাড়ি রাখার বিধান

১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন,

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ.

'পুরুষের জন্য দাড়ি হলক করা হারাম। [আদ দুররুল মুখতার: ৬/৪০৭]

২. আল বাহরুর রায়েক শরহু কানযিদ দাকায়েক গ্রন্থকার বলেন,

وَلَا يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ.

'পুরুষেরা দাড়ির কোন অংশ কাটবে না, কেননা এটা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি।' [আল বাহরুর রায়েক: ২/৩৭২, ফাতাওয়া শামী)

৩. ইবন আবেদীন-এর হাশিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,

مَطْلَبٌ فِي الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ ... يُحْمَلُ الْإِعْفَاءُ عَلَى إِعْفَائِهَا مِنْ أَنْ يَأْخُذَ غَالِبَهَا أَوْ كُلَّهَا كَمَا هُوَ فِعْلُ مَجُوسِ الْأَعَاجِمِ مِنْ حَلْقِ لِحَاهُمْ ... وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُوْنَ ذٰلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ.

দাড়ি ছোট করা প্রসঙ্গে... 'দাড়ি ছেড়ে দেওয়া বলতে বুঝায়, দাড়ি লম্বা করা। দাড়ির বেশির ভাগ অংশ ছোট করা অথবা সম্পূর্ণ ছোট করা থেকে বিরত থাকা, যেমন অনারব অগ্নিপূজকরা দাড়ি চেঁছে থাকে এর বিপরীত...। আর দাড়ি এক মুষ্ঠির চেয়েও বেশি ছোট করা যেমনটি মরক্কোর কোনো কোনো অধিবাসীরা ও মেয়েলিপনা অবলম্বনকারী পুরুষেরা করে থাকে, তা কোনো আলেম বৈধ মনে করেন না; বরং এ ধরনের ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (দাড়ি হলক বা ছোট করার কারণে)। [হাশিয়া ইবন আবেদীন: ২/৪১৮]

৪. আল্লামা মারগিনানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مُثْلَةٌ كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ.

'নারীর মাথার চুল চেঁছে ফেলা পুরুষের দাড়ি কামানোর অনুরূপ, যা মানব প্রকৃতির বিকৃতি সাধন। [আল হেদায়াহ শারহুল বিদায়াহ : ১/ ১৫২]

৫. আল্লামা কাসানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

حَلْقُ اللِّحْيَةِ مِنْ بَابِ الْمُثْلَةِ ... وَهُوَ تَشَبُّهٌ بِالنَّصَارِى، فَقَوْلُهُمْ (لَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ) صَرِيْحٌ فِيْ الْإِجْمَاعِ.

'দাড়ি কামানো মানুষের স্বাভাবিক ফিতরাতের বিরোধী, আর এটা খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।' সুতরাং আলেমদের বক্তব্য কেউ এটাকে হাসান বলেননি, ইজমা প্রমাণ করে। [বাদায়িউস সানায়ি: ১৪১/২]

৬. আল্লামা ইবন আবেদীন তার ফাতওয়া শামীতে উল্লেখ করেন, يَحْـرُمُ عَلَى الرَّجُلِ قَطْعُ لِحْيَتِهِ। এক্ষেত্রে 'পুরুষের উপর হারাম হচ্ছে, দাড়ি ছোট করা'।

৭. নিহায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, দাড়ি ছোট করে রাখা যেমন মরক্কোর কিছু সংখ্যক লোক করে থাকে, এটি মূলত মেয়েলি কাজ, যেসব পুরুষ মেয়েলিপনা গ্রহণ করে থাকে তারাই এসব কাজ করে, এ কাজ হারাম। এই কাজকে কোন আলেম বৈধ বলেননি। [তানকিহ আলাল ফাতাওয়া আল হামেদিয়া: ১/৩২৯]। তিনি আরো বলেন, দাড়িকে সম্পূর্ণরূপে কামিয়ে ফেলা অথবা হলক করা হিন্দুস্থানের ইহুদিদের কাজ এবং পারস্যের অগ্নিপূজকদের কাজ।

সুতরাং, 'হানাফী ওলামা কিরামদের বক্তব্য' কেউ দাড়ি হলক করাকে জায়েয বলেননি। তাদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ইজমার বর্ণনা। যাতে ওলামায়ে কিরামের ঐকমত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা আরো জানতে পারলাম যে, হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, দাড়ি ছোট করা হিন্দু ও অগ্নিপূজকদের কাজ এবং এ কাজটি তাদের মতে, সম্পূর্ণরূপে হারাম। এর অর্থ হচ্ছে, দাড়ি রাখা তাদের মতে সম্পূর্ণরূপে ওয়াজিব। ওয়াজিব তরক করা ছাড়া কোন কাজকে হানাফী মাযহাবে হারাম বলা হয় না।

মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে দাড়ি রাখার বিধান

১. আর রিসালাহ রচয়িতা আল্লামা নাফরাবী রহিমাহুল্লাহ-এর অভিমত—

وَفِىْ شَرْحِ الرِّسَالَةِ فِيْ (اَلْفَوَاكِهُ الدَّوَانِيُّ) لِلنَّفْرَاوِيِّ ... ثُمَّ شَرَعَ فِيْ الْكَلَامِ عَلَى اللِّحْيَةِ بِقَوْلِهِ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا فِي الْمُوَطَّا لِلْاِمَامِ بِاَنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ أَيْ تُوفَرُ وَلَا تُقَصُّ. فَقَوْلُهُ وَتُوفَرُ وَلَا تُقَصُّ، تَفْسِيْرٌ لِمَا

قَبْلَهُ وَذَكَرَهُ لِزِيَادَةِ الْبَيَانِ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ وَأَمْرُ الْوُجُوبِ وَهُوَ كَذٰلِكَ إِذْ يَحْرُمُ حَلْقُهَا إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ، وَأَمَّا قَصُّهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ طَالَتْ فَكَذٰلِكَ ....

আর রিসালাহ রচয়িতা– অতঃপর দাড়ির আলোচনা শুরু করে দাড়ি ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ উল্লেখ করেন। যাতে দাড়ি লম্বা করতে বলা হয়েছে, ছোট করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর বলেন, এখানে নির্দেশ ওয়াজিবের জন্য। অনুরূপভাবে দাড়ি হলক করা বা কামানো পুরুষের জন্য হারাম। আর ছোট করা, যদি তা অনেক লম্বা না হয় তাও হারাম। [আল ফাওয়াকেহ আদ-দাওয়ানী : ২/৩০৭]

২. ইবন আব্দুল হাকাম ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

يُحْفَى الشَّوَارِبُ وَيُعْفَى اللِّحَى وَلَيْسَ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ حَلْقَهُ، وَأَرَى تَأْدِيبَ مَنْ حَلَقَ شَارِبَهُ. وَقَالَ عَنْهُ أَشْهَبُ إِنَّ حَلْقَهُ بِدْعَةٌ وَأَرَى أَنْ يُوجَعَ ضَرْبًا مِنْ فِعْلِهِ ... وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ... وَمَعْنَاهُ تَوْفِيرُهَا لِتَكْثُرَ ....

'গোঁফকে ছোট করবে, দাড়িকে লম্বা করবে। গোঁফ ছোট করার অর্থ এই নয় যে, গোঁফকে কামাবে বা হলক করবে। আমি মনে করি, যে গোঁফ হলক করে তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে আশহাব বর্ণনা করেন, গোঁফ হলক করা বিদ'আহ, যে এই কাজ করে আমি মনে করি তাকে বেত্রাঘাত করা দরকার। দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, দাড়ি লম্বা করা যাতে দাড়ি বৃদ্ধি পায়। [শারহু আয যুরকানী: ৪/৩৬০]

৩. কিফায়াতুত তালিবে উল্লেখ আছে যে,

وَاحْتُرِزَ بِالْجَسَدِ عَنْ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ لِأَنَّ حَلْقَهُمَا بِدْعَةٌ.

'শরীরের পশম এবং মাথার চুল ও দাড়ি হলক করাকে ভিন্নভাবে দেখান হয়েছে। কেননা, মাথার চুল হলক করা বিদ'আহ।' [কিফায়াতুত তালিব: ২/৫৮০]

৪. ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَأَمَّا حَلْقُ اللِّحْيَةِ فَتَشْوِيَةٌ وَمُثْلَةٌ لَا يَنْبَغِيْ لِعَاقِلٍ أَنْ يَفْعَلَهَا بِنَفْسِهِ ـ

'দাড়ি হলক করা স্বভাবজাত প্রকৃতির বিকৃতি ও পরিবর্তন। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে এ কাজ করা উচিত নয়।' [আল ই'লাম বিমা ফি দীনিন নাসারা: ১/২৫৭]

৫. গাশিয়াতুল আদভী-তে উল্লেখ আছে যে,

يَحْرُمُ إِزَالَةُ شَعْرِ الْعَنْفَقَةِ كَمَا يَحْرُمُ إِزَالَةُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ ـ

'নিমদাড়ি মুণ্ডানো হারাম যেমনিভাবে চোয়ালের পশম বা দাড়ি হলক করা হারাম।' [হাশিয়াতুল আদভী: ২/৫৮১]

৬. মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আর রিসালাতে আবূ যায়েদ কাইরাওয়ানী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেন,

لَا شَكَّ فِيْ حُرْمَتِهِ عِنْدَ جَمِيْعِ الْأَئِمَّةِ صَرِيْحٌ فِيْ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا ـ

'দাড়ি হলক করা হারাম। তেমনিভাবে ছোট করার কারণে যদি ফিতরাতের বিকৃতি সাধন হয় তাহলে সেটাও জায়েয নেই।' [রিসালা: ১৫৬]

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আর রিসালা-এর ব্যাখ্যাকার বলেন, 'দাড়ি হলক করা সমস্ত ইমামদের কাছে হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ইজমার বর্ণনা বৈ কিছুই নয়।'

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মতে দাড়ি রাখার বিধান

১. আল্লামা দিমইয়াতী তাঁর ইয়ানাতুত তালেবীনে উল্লেখ করেছেন,

فَائِدَةٌ : قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ إِبْنُ الرِّفْعَةِ فِيْ حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نَصَّ فِيْ الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيْمِ ... وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ اَلصَّوَابُ تَحْرِيْمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ ـ

'বিশেষ জ্ঞাতব্য, শায়খাইন বলেন, দাড়ি হলক করা মাকরূহ। তবে এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে ইবন রিফ'আ হাশিয়াতুল কাফিয়াতে তিনি ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। আল উম্ম কিতাবে ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ

দাড়ি হলক করাকে হারাম বলেছেন। এ বিষয়ে ইমাম আযরু'য়ী বলেন, সঠিক অভিমত হচ্ছে, মৌলিকভাবে দাড়ি হলক করা হারাম। কোন ধরনের সমস্যা ব্যতীত যেভাবে কালানদারিয়া গোষ্ঠী হলক করে থাকে। (কালানদারিয়া বলতে অগ্নিপূজকদের একটি গ্রুপকে বুঝানো হয়েছে) । [ইয়ানাতুত তালেবিন, আল্লামা দিমইয়াতী: ২/৩৪০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, প্রাথমিক যুগের আলেমরা মাকরুহ বলতে মাকরুহে তাহরীমী বা হারাম বুঝাতেন, ফলে শাফেয়ী মাযহাবের শাইখানের বক্তব্যে কোন ধরনের বিরোধ নেই।

২. ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন,

كَانَ مِنْ عَادَةِ الْفُرْسِ قَصُّ اللِّحْيَةِ فَنَهَى الشَّرْعُ عَنْ ذٰلِكَ... فَحَصَلَ خَمْسُ رِوَايَاتٍ أَعْفُوْا وَأَوْفُوْا وَأَرْخُوْا وَأَرْجُوْا وَوَفِّرُوْا، وَمَعْنَاهَا كُلُّهَا تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا، هٰذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيْثِ الَّذِيْ تَقْتَضِيْهِ أَلْفَاظُهُ، وَهُوَ الَّذِيْ قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

'পারস্যবাসীর অভ্যাস ছিল দাড়ি ছোট করা। ইসলামী শরীয়াতে এই কাজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাঁচটি বর্ণনায় পাঁচটি শব্দ এসেছে, প্রত্যেকটির ভাবার্থ হচ্ছে, দাড়িকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেয়া সুতরাং হাদীসের বর্ণনার বাহ্যিক যে অর্থ সে অর্থই আমাদের ওলামায়ে কিরামসহ অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম গ্রহণ করেছেন। যার মর্ম হচ্ছে, দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। [শারহুন নববী লি মুসলিম: ৩/১৪৯-১৫১]

৩. হাফেয ইবন হাযার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

(وَوَفِّرُوْا اللِّحَى) أَمَّا قَوْلُهُ وَفِّرُوْا أَيْ أُتْرُكُوْهَا وَافِرَةً، ... قَالَ أَبُوْ شَامَةَ وَقَدْ حَدَثَ قَوْمٌ يَحْلِقُوْنَ لِحَاهُمْ وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا نُقِلَ عَنِ الْمَجُوْسِ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُصُّوْنَهَا. فِيْ تَصْرِيْحِ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ بِالتَّحْرِيْمِ أَكْبَرُ رَدٍّ عَلَى مَنْ يَتَمَسَّكُ بِبَعْضِ أَقْوَالِ أَتْبَاعِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ بِالْكَرَاهَةِ فَقَطْ، مَعَ عَدَمِ مُنَافَاةِ ذٰلِكَ لِعَدَمِ مَشْرُوْعِيَّةِ حَلْقِهَا، أَوِ الْاَخْذِ مِنْهَا دُوْنَ الْقَبْضَةِ،

كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِّنْ مُتَعَصِّبَةِ الشَّافِعِيَّةِ الْأَزْهَرِيَّةِ حَيْثُ يَنْهَكُوْنَ اللِّحَى وَيَقُصُّوْنَهَا .

'দাড়ি পূর্ণ কর'। এর অর্থ হচ্ছে দাড়িকে লম্বা কর বা তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আবু শাহমা রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইদানিং একদল লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা দাড়ি হলক করে থাকে। এটা অগ্নিপূজকদের থেকেও জঘন্য। কারণ, তারা দাড়ি ছোট করত আর এরা হলক করে ফেলে। ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, দাড়ি হলক করাকে স্পষ্টভাবে হারাম বলার কারণে শাফেঈ মাযহাবের একদল লোক দাড়ি হলক করাকে মাকরূহ বলে যে ফতোয়া দিয়েছেন তা ভুল বলে প্রমাণিত হলো। আযহারের একদল কট্টর শাফেঈ মাযহাব অনুসারীরা দাড়ি হলক করেন এবং ছোট করেন। তাদের এ কর্মটি শরী'আতসম্মত নয়, তা প্রমাণিত হলো।

৪. শাফেঈ মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা আল আজবুয়ী হাশিয়াতুস্ সারুওয়ানি [৯/৩৭৬]-তে উল্লেখ করেন, মাযহাবের বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, কোন প্রকার কারণ ছাড়া দাড়ি হলক করা হারাম। ইবন কাসেম আল আব্বাদি আল হাশিয়াতে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে দাড়ি রাখার বিধান

১. ইবন মুফলিহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَيُعْفَى لِحْيَتُهُ ... مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُوْلُهَا وِفَاقًا لِمَا لَكَ، وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ، وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ .

'দাড়িকে ছেড়ে দেবে যতক্ষণ না তা বেমানান দেখায়। এটি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহর একটি মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।' শায়েখ ইমাম তাকী উদ্দিন রহিমাহুল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন, এক মুষ্টির অতিরিক্ত ছোট করা মাকরুহ নয়। [আল মুবদী' ইবন মুফলিহ রহিমাহুল্লাহ : ১/১০৫]

২. দালীলুত তালিব-এ উল্লেখ আছে,

فَصْلٌ يُسَنُّ حَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ وَالنَّظْرُ فِيْ الْمِرْآةِ وَالتَّطَيُّبُ بِالطِّيْبِ وَالْاِكْتِحَالُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا وَحَفُّ

Contents

الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَحَرُمَ حَلْقُهَا، وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْهَا.

'নাভির নিচের পশম হলক করা সুন্নাত... অনুরূপভাবে দাড়ি লম্বা করাও। আর হলক করা হারাম। এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছোট করলে কোন সমস্যা নেই।' [দালিলুত তালিব : ১/৮]

৩. ফুরু' ইবনুল মুফলিহ-এ ইবন হাযম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ.

'গোঁফ ছোট করা ও দাড়ি লম্বা করা ফরয হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে। [আল ফুরু' ইবন মুফলিহ: ১/১০০]

৪. শায়খুল ইসলাম রহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ শরহুল 'উমদা গ্রন্থে বলেছেন,

فَأَمَّا حَلْقُهَا فَمِثْلُ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَأَشَدُّ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا.

'দাড়ি হলক করা নারীদের মাথার চুল হলক করার মতো বরং এর চেয়েও জঘন্য। এটি স্বাভাবিক স্বভাবের বিরুদ্ধ তথা নিষিদ্ধ কাজ।' [শারহুল উমদাহ : ১/২৩৬]

৫. 'শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَيَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ.

'দাড়ি হলক করা হারাম। [আল ফাতাওয়া আল কুবরা : ৪/৩৮৮]

الْإِنْصَافُ لِلْمَرْدَاوِيِّ "وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ، وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ، وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِ ذٰلِكَ".

৬. দাড়ি হলক করা হারাম, শায়খ তাকী উদ্দিন এমনটি উল্লেখ করেছেন। এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে তা ছোট করা মাকরূহ নয়। [আল ইনসাফ আল্লামা মারদাবী: ১/১২১]

اَلرَّوْضُ الْمُرْبِعُ لِلْبُهُوتِي "وَيُعْفَى لِحْيَتَهُ وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا. وَكَذَا فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ مَعَ تَحْرِيمِ أُجْرَةِ حَلْقِهِ" اهـ.

৭. দাড়ি লম্বা করবে আর তা হলক করা হারাম। যেমনিভাবে দাড়ি হলক করে পারিশ্রমিক নেয়া হারাম। [আর রাউদ আল মুরবি' আল বুহুতি: ১/৪৫, কাশশাফুল কিনাআ': ১/৭৫, ৪/১৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হাম্বলী মাযহাবেও অনুরূপভাবে দাড়ি হলক করাকে সরাসরিভাবে হারাম বলা হয়েছে। ইমাম মারদাবী রহিমাহুল্লাহ আল ইনসাফের মধ্যে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন যে, দাড়ি হলক করার বিষয়টি মাযাহাবের কোন ধরনের বিতর্কিত নয় বরং সকল আলেমদের ঐকমত্যে তা হারাম।

যাহেরী মাযহাবের বক্তব্য

فِيْ (الْمُحَلّٰى) حَيْثُ صَرَّحَ بِأَنَّ إِعْفَاءَهَا فَرْضٌ فَقَالَ "وَأَمَّا فَرْضٌ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا ... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى".

ইবন হাযম তার মুহাল্লাতে ২/২১৯ তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, দাড়ি রাখা ফরজ এবং তিনি বলেন গোঁফ ছোট করাও ফরজ। দলীল হিসেবে তিনি উল্লেখ করে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ ইবন উমারের সনদে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর, তোমরা গোঁফ ছোট কর, দাড়ি লম্বা কর। নিম্নে বিখ্যাত আলেমদের এ ব্যাপারে সরাসরি আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

১. শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন আব্দুল হালিম ইবন তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে হলক করা হারাম। কোন আলেম এটাকে যায়েজ বলেননি। [শারহুল উমদা: ১/২৩৬]। তিনি আরো বলেন, মহিলাদের মাথার চুল কামানো যেমনিভাবে জঘন্যভাবে হারাম, এর চেয়েও জঘন্যতম হচ্ছে, পুরুষদের দাড়ি কামানো, এটি স্বভাবজাত ফিতরাতের বিকৃতি।

২. ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ শারহে মুসলিমে উল্লেখ করেন, গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, দাড়িকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া। কোন অবস্থায় দাড়িকে ছোট বা খাটো না করা।

৩. ইবন কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ তার তাহযিবুস সুনানে উল্লেখ করেন, দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, দাড়িকে লম্বা করা। আর আমাদের জন্যে মাকরূহ বা হারাম হচ্ছে, দাড়িকে ছোট করা যেমনটি করে থাকে অনারব কিছু জাতি। মূলত পারস্য সম্রাটের বেশভূষা ছিল দাড়ি হলক করা বা ছোট করা।

৪. আল্লামা হাত্তাব মাওয়াহিবুল জলিল, [১/২১৬] উল্লেখ করেছেন, দাড়ি হলক করা যায়েজ নেই, অনুরূপভাবে গোঁফ হলক করাও জায়েয নেই বরং তাও ফিতরাতের বিকৃতি ও বিদআত। সুতরাং যে দাড়ি ও গোঁফ হলক করবে তাকে শিষ্টাচারের উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে। কোন কোন বর্ণনায় ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে গোঁফ হলককারীকে ৫ দোররা দেওয়ার ফাতওয়ার কথা পাওয়া যায়।

৫. ইবন ইউসুফ আল হাম্বলী দলিলুত তালিব [১/৮] এ উল্লেখ করেন, দাড়ি হলক করা হারাম, তবে এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে তা ছোট করা যেতে পারে বা ছোট করলে কোন অসুবিধা নেই।

৬. ইবন আব্দিল বার আল মালেকী আন্নামেরি আত তামহিদে [৭/২১৬] বলেন, দাড়ি হলক করা হারাম। এই কাজ মেয়েলি স্বভাবের পুরুষরাই কেবল করে থাকে।

৭. ইমাম শাহ ওয়ালি উল্লাহ আল দেহলভি রহিমাহুল্লাহ তার হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাতে [১/১৮২] উল্লেখ করেন, দাড়ি হলক করা বা কামানো অগ্নিপূজকদের সুন্নাত। এতে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করা হয়।

৯. শাইখ মুহাম্মদ আল ইসমাইল আল মুকাদ্দাম আল ইস্কান্দারি তার কিতাব [পৃ: ১৩৫]-এ উল্লেখ করেন, সমস্ত ফকিহ্ দাড়ি হলক বা কামানোকে হারাম বলেছেন। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ থেকে এ ধরনের সরাসরি বর্ণনা রয়েছে।

১০. শাইখ উসমান ইবন আব্দুল কাদের আস্ সাফী হুকমুর শারয়ী ফিল লিহইয়া [পৃ. ১৯] উল্লেখ করেন, কে এমন আছে যে, এ স্পর্ধা করতে পারে যে, দাড়ি আল্লাহর সৃষ্টি নয় বরং এটি আল্লাহর সৃষ্টিগত শোভা বা পুরুষের প্রকৃতিগত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এক্ষেত্রে বিতর্কে কোন অবকাশ নেই যে, দাড়ি হলক করা বা কামানো আল্লাহর সৃষ্টিগত শোভায় ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন সাধন করা যা আল কুরআনের সূরা আন নিসা-এর ১১৯ নং আয়াতে শয়তানের কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ـ

'আর অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে'। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

১১. আল্লামা মুবারকপুরী রহিমাহুল্লাহ তার তোহফাতুল আহওয়াযি-তে উল্লেখ করেছেন, সরাসরি দাড়ি ছেড়ে দেয়া বা লম্বা করা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। দাড়ি ছাঁটা বা ছোট করা অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

১২. আল্লামা আবু মুহাম্মদ বদরুদ্দিন আর্ রাশেদী বলেন, দাড়ি হলক করা বা কামানো মুশরিকদের অন্যতম অভ্যাস। সুতরাং মুসলমানদেরকে এর বিপরীত করা ওয়াজিব এবং হলক করা হারাম।

১৪. আল্লামা কান্দলভি রহিমাহুল্লাহ বলেন, কারো এ কথা সন্দেহ করার সুযোগ নেই যে, দাড়ি হলক করার মাধ্যমে পুরুষদের নারীদের সাথে সম্পূর্ণ সাদৃশ্যতা তৈরি হয়। [নাইলুন আওতার : ১/১২৩]

১৫. শাইখ আহমদ কাসেম আল আব্বাদি, ইমাম শাফেয়ী, ইবনুল রিফআ', যারকাশি, আল হালীমী ও আল কাফ্ফাল আশ্শাশী সকলের থেকে দাড়ি হলক করাকে হারাম উল্লেখ করেছেন।

১৬. আল্লামা ছাফ্ফারিনী গিযাওল আল বাব [১/৩৭৬]-এ উল্লেখ করেছেন, হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, দাড়ি হলক করা হারাম।

১৭. ইবন আসসাকির রহিমাহুল্লাহ খলিফা ওমর ইবন আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, দাড়ি হলক করা ফিতরাতের বিকৃতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিকৃতি থেকে নিষেধ করেছেন।

১৮. আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ দাড়ি হলক করা বিকৃতি ও যায়েজ নেই, এ বিষয়ে সকল উলামা কিরামের ইযমা বর্ণনা করেছেন।

১৯. শাইখ সালেহ ইবন ফাওযান আল ফাওযান, আল বাইয়ানে [পৃ: ৩১২] উল্লেখ করেন, দাড়ির ক্ষেত্রে বর্ণিত সকল বিশুদ্ধ হাদিস প্রমাণ করে যে, দাড়ি হলক করা হারাম।

২০. দাড়ি হলক হারাম হওয়ার বিষয়ে এ যুগের হকপন্থী আলেমদের মধ্যে যারা ফাতওয়া দিয়েছেন তারা হচ্ছেন, শাইখ মুহাম্মদ সুলতান আল মা'ছুমি, আহমদ আব্দুর রহমান আল বান্না, আব্দুর রহমান ইবন কাসিম, শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বায, শাইখ মুহাম্মদ ইবন সালিহ উসাইমিনসহ আরো অনেকে। এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সকল আলেমদের ফাতওয়া উল্লেখ করার অবকাশ নেই বলে এতটুকুই যথেষ্ট মনে করছি।

দাড়ি হলক করা আর ছোট করা কি একই পর্যায়ের?

দাড়ি হলক করা ও ছোট করার বিষয়টি নিয়ে একদল আলেম যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করে থাকেন। মূলত ইসলামী শরি'আতের মূল মাকসেদ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জানাই তাদের এই বাড়াবাড়ির কারণ। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা এই কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি যে, দাড়ি হলক করা ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে হারাম। কিন্তু দাড়ি ছোট করা বা ছেঁটে রাখা হারাম নয়। দাড়ি ছোট করার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছোট করবে, এর অতিরিক্ত বড় করবে না। উপরোক্ত অভিমতটি হানাফী মাযহাবের আলেমদের মত, আন নেহায়াতে এই মতটিকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে। ইবন জুযাই মালেকী মাযহাবের আলেমদের পক্ষ হতে এই মতটি উল্লেখ করেছেন। এই মতটিকে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন আলাবানী প্রাধান্য দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: দাড়ি সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দিতে হবে। এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলেও ছোট করা যাবে না। ইমাম কুরতুবী অধিকাংশ আলেমদের পক্ষ থেকে এই মতটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে, দাড়ি তার অবস্থায় ছেড়ে দেয়া বা লম্বা করা। কোন ভাবে ছোট করা সঠিক নয়। এই প্রসঙ্গে খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদীস তিনি উল্লেখ করেন। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ.

'তোমাদের কেউ দাড়ি ছোট করবে না।'

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ উপরোক্ত মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তৃতীয়ত: দাড়ি ছোট করা জায়েয তবে এত ছোট করা যাবে না, যাতে বিকৃতি বুঝায় অথবা কাফির মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যতা বুঝায়। অর্থাৎ ছোট করার মাধ্যমে যদি স্বাভাবিক অবস্থার বিকৃতি বুঝায় তাহলে এ ধরনের ছোট করা জায়েয নেই। এই অভিমতটি মালেকী মাযহাবের আলেমগণ প্রদান করেছেন। [হাশিয়াতুল আদাওয়ী: ২/৫৮১]

দাড়ি ছোট করার বিষয়ে নিম্নে প্রয়োজনীয় দলীল বা প্রমাণাদি তুলে ধরা হল:

১. ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত, তিনি দাড়ি ছোট করতেন।

২. ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি তার দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করতেন, এরপর এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে তা ছোট করতেন।

৩. কাতাদাহ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন, আমরা হজ্জ ও ওমরা ছাড়া দাড়ি ছোট করতাম না।

৪. আবু হেলাল আস্ সুক্কারী বর্ণনা করেন, হাসান বসরী ও ইবন সিরিন রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করেছি দাড়ি প্রসঙ্গে, তারা উভয়ে বলেছেন, দাড়ি লম্বায় ও পাশে ছোট করতে কোন আপত্তি নেই।

৫. আবু যুর'আহ আর রাজী বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করতেন এরপর মুষ্টির অতিরিক্ত যা হত তা ছোট করতেন।

৬. আসবাগ ইবন কাসেম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, দাড়ি লম্বা হয়ে গেলে তা কিছু ছোট করতে কোন অসুবিধা নেই।

৭. হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে সালাফে সালেহীন দাড়ি ছোট করার অনুমতি দিতেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো প্রতিভাত হয়েছে তা হলো–

১. দুইজন সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহুমা এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে দাড়ি ছোট করতেন। তবে তা তাদের নিয়মিত বিষয় ছিল না। ইবন উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হতে বুখারীর বর্ণনায় এসেছে,

তিনি কেবল হজ্জ ও উমরার সময় এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছোট করতেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় এ ধরনের সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

২. সালফে সালেহীন এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটাকে রোখসত বা অনুমোদিত মনে করতেন।

৩. সালফে সালেহীন-এর কাছে দাড়ি হলক করা বা কামানো আর কসর করা বা ছোট করা একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বা এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছোট করা অধিকাংশ আলেমদের মতে বৈধ ছিল।

৪. কাফির ও মুশরিকদের সাদৃশ্য হতে পারে এভাবে দাড়ি ছোট করাকে সালফে সালেহীন নাযায়েজ বা অবৈধ মনে করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দাড়ি ছোট করেছেন?

আরেকটি বিষয় জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা করা দরকার আর তা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও দাড়ি ছোট করেছেন কিনা? ইমাম তিরমিযি রহিমাহুল্লাহ সুনান আত তিরমিযীতে বর্ণনা করেন, আমর ইবন শোয়াইব তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا، قَالَ أَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ مَوْضُوْعٌ.

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশে ও লম্বায় দাড়ি ছোট করতেন। এই হাদীসটি জাল বা বানোয়াট। এই হাদীস প্রসঙ্গে শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেন, এই হাদীসটি মিথ্যা।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে তিনি দাড়ি ছোট করেছেন তা প্রমাণিত হয়নি। তাই সালাফে সালেহীনের একদল নির্ভরযোগ্য আলেম দাড়ি ছেড়ে না দিয়ে ছোট করাকে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন এবং তা সুন্নাহর পরিপন্থী কাজ হিসেবে বিবেচিত করতেন।

নিঃসন্দেহে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, দাড়ি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সরাসরি সুন্নাতের অনুসরণ। আর এক মুষ্টির অতিরিক্ত ছোট করা বা ছোট করে রাখা রুখসত বা অনুমোদিত বিষয়। উপরোক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে আমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছি।

দাড়ি রাখার বিভিন্ন প্রকার উপকারিতা

দাড়ি লম্বা রাখা ও গোঁফ ছোট করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম হেদায়াত বা দিকনির্দেশনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দিকনির্দেশনায় আমাদের জন্যে পার্থিব, স্বাস্থ্যগত ও বিজ্ঞানসম্মত অনেক উপকারিতা রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও গবেষণায় এসব প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো:

১. চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে, বারবার রেজার বা ক্ষুর চোয়াল ও থুতনির উপর ব্যবহার করা দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি সাধন করে। নিয়মিত দাড়ি কামানোর মাধ্যমে দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায়।

২. দাড়ি বক্ষ ও কণ্ঠনালীর উপরিভাগকে ক্ষতিকর নানা প্রকার রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করে।

৩. দাড়ি মানুষের দাঁতের মাড়ি সুরক্ষায় বিশেষ সহযোগিতা করে।

৪. হাফেয ইবন হাযার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, দাড়ির সাথে মানুষের প্রজনন ফার্টিলিটির অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যদি বংশের পর বংশ দাড়ি হলক করে থাকে তাহলে এক সময় তাদের বংশধর দাড়ি বিহীন হবে এবং দুর্বল পৌরুষত্বের প্রজন্ম তাদের ঔরসে জন্মলাভ করবে।

৫. দাড়ি দেহের শর্করা জাতীয় পদার্থ শোষণ করতে সহযোগিতা করে। ফলে চামড়া মোলায়েম থাকে, দেহের সজীবতা ধরে রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

৬. ডা: নাজমি খলিল আবুল আতা তার একটি গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, দাড়ি মানুষের চেহারাকে বাহিরের সংক্রমণশীল জীবাণু থেকে রক্ষা করে। দাড়ি হলকের মাধ্যমে ব্যক্তির এ প্রকার প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যায়, খুব সহজে বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে।

৭. দাড়ি হলক করার মাধ্যমে মুখের চামড়ার মস্রিণতা বিনষ্ট হয়। এতে বিভিন্ন প্রকার স্কিন এলার্জি তৈরি হতে পারে।

৮. দাড়ি হলক করার মধ্যে অর্থনৈতিক অপচয় রয়েছে। হারাম কাজে অর্থ খরচ করাও হারাম ও অপব্যয়। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا .

'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।' [সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭]

৯. দাড়ি কণ্ঠনালী গণ্ডদেশ, মুখ ও বক্ষদেশকে শীতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে আবার গরমে সরাসরি গরম বাতাস ও প্রবাহ থেকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখে।

১০. দাড়ি হলক করার মাধ্যমে সময়ের অপচয় হয়। একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, প্রতিদিন যদি দাড়ি হলক করতে ১৫ মিনিট সময় ব্যয় হয় তাহলে প্রতি মাসে ৪৫০ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়া, যা প্রায় একদিনের Working Time। এভাবে সময় নষ্ট করার অবকাশ ইসলামে নেই।

১১. দাড়ি হলককারীর চেহারায় চামড়ার কোষগুলো ক্ষুর, ব্লেড, রেজার ইত্যাদি বেশি পরিমাণে ব্যবহারের কারণে চামড়া বিভিন্ন রোগ জীবাণু প্রতিরোধ করতে পারে না। বরং তা সংক্রমণশীল জীবাণুর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় ফলে খুব দ্রুত দাড়ি হলককারী বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যায়।

সারকথা

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, দাড়ি হলক করা হারাম। পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে এমন কোন আলেমের মতামত পাওয়া যায়নি, যিনি দাড়ি রাখাটাকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বা নফল বলেছেন। বরং সকল আলেম দাড়ি রাখা ওয়াজিব বলেছেন এবং হলক করা হারাম বলেছেন। বর্তমান যুগে আলেমরা যাকে মুজাদ্দিদ বলেছেন, শাইখ আব্দুল আজীজ বিন বায রহিমাহুল্লাহ তিনিও দাড়ি রাখা ওয়াজিব বলেছেন এবং হলক করাকে হারাম বলেছেন। পরবর্তী যুগে দাড়ি রাখার ব্যাপারে কতক আলেমের বিতর্ক পাওয়া গেলেও দাড়ি হলক করাকে কেউ বৈধ বা জায়েয বলেছেন এমনটি পাওয়া যায়নি। দাড়ি রাখার ফজিলতের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং ঈমানদার মুসলিমের কাজ হবে দাড়ি রাখার মাধ্যমে তার ঈমান ও ইসলামের দাবি পূরণ করা।

আরেকটি কথা এখানে তুলে ধরা দরকার, দাড়ি রাখার নির্দেশ মুতলাক বা শর্ত সাপেক্ষ না হওয়ার কারণে কেউ যদি রেখে দেয় তাহলে তার দাড়ি রাখার ওয়াজিব বিধান আদায় হয়ে যাবে। তবে অত্যন্ত একমুষ্টি পরিমাণ লম্বা না করলে সুন্নাত আদায় হবে না। আর যদি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরংকুশ অনুসরণ করতে চায় তাহলে সে দাড়ি সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিবে অর্থাৎ লম্বা করবে ছোট করবে না। এ ব্যাপারে শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ দাড়ি এক মুষ্টির অতিরিক্ত রাখা যাবে না মর্মে যে বক্তব্য

দিয়েছেন তা তার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। আবদুল্লাহ ইবন উমর ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণিত আছারগুলো থেকে এ ধরনের কোনো বক্তব্য বুঝা যায় না। এমনকি এ ধরনের বক্তব্যের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। ঐ সব আছার থেকে সর্বোচ্চ যা প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে, তারা উভয়ে কখনও কখনও এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে দাড়ি ছোট করতেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছোট করা জায়েয এতটুকু সাব্যস্ত হতে পারে।

উপসংহার

মহীয়ান আল্লাহ তা'আলা দাড়ি দিয়ে পুরুষদেরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের আনুকূল্যে পৌরুষত্বের নিদর্শন হচ্ছে, দাড়ি রাখা। এতে আমাদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত আছে। এক্ষেত্রে শয়তান ও তার দোসরদের আনুগত্য করার মধ্যে বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ.

'কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতঃপর সে ওটাকে ভাল মনে করে, (সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ দেখে?) কেননা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।' [সূরা ফাতির : ০৮]

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, দাড়ি হলক করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করা হয়। এক্ষেত্রে দাড়ি হলককারী তার ঈমান আকীদার উপর বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশংকা মুক্ত হবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।' [সূরা নূর: ৬৩]

তাই সকলকে অনুরোধ করি, আসুন! আদর্শিক কারণে দাড়ি রাখি এবং দাড়ি রাখার মাধ্যমে ইসলামের এই মহান শিয়ার বা নিদর্শনকে সমুন্নত করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ১. দাড়ি হলক করা ও গোঁফ লম্বা রাখার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান কী? মৃত্যুর পর উক্ত অপরাধের জন্য কোন শাস্তি পেতে হবে? দাড়ি হলক করার কারণে তার নেক কাজের মধ্যে কোনো ঘাটতি আসবে কি?

উত্তর: দাড়ি লম্বা করা এবং গোঁফকে ছোট করা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি লম্বা করতে বলেছেন এবং গোঁফকে ছোট করতে বলেছেন। যেমন নাফে‘ রহিমাহুল্লাহ বর্ণিত, ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ" .

‘তোমরা গোঁফকে ছোট কর এবং দাড়িকে লম্বা কর, (উক্ত কাজের মাধ্যমে) তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ করো।’ [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ .

‘তোমরা গোঁফকে ছোট করে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও, অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।’ [মুসলিম : ৬২৬]

উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাড়ি লম্বা করা এবং গোঁফকে ছোট করে রাখা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে পরকালে নির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা বলা হয়নি। আর পৃথিবীতে মুসলিম খলিফা সতর্কতা ও ধমকিস্বরূপ হদ ছাড়া অন্য কোন শাস্তি দিতে পারে যাতে করে এর মাধ্যমে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। খলিফা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ .

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষের মাঝে যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন অনেক সময় কুরআনের মাধ্যমেও তা হয় না।’

দাড়ি হলক করা ব্যক্তির হুকুম পরকালে কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তির ন্যায় হবে। আল্লাহ তা'আলা মাফ করতেও পারেন শাস্তিও দিতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। অন্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন।' [সূরা নিসা: ৪৮]

এসব গুনাহের কারণে নেক আমলও নষ্ট হয় না। তবে ঈমানের মধ্যে ঘাটতি আসে, ক্রমান্বয়ে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। নেক আমল বা ভালকাজ নষ্ট হয় একমাত্র শিরক ও কুফরী জাতীয় আমলের কারণে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

'তারা যদি শিরক করে তাহলে তাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে।' [সূরা আন'আম: ৮৮]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

'এবং আপনার নিকট এবং আপনার পূর্বে যে সকল নবী-রাসূল অতিবাহিত হয়েছে তাদের নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছি যে, যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমার সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে ফলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' [সূরা যুমার: ৬৫]

প্রশ্ন ২. দাড়ি হলককারী ইমাম বা খতীবের পেছনে সালাত আদায় হবে কি? এ ধরনের ইমামের পিছনে সালাত আদায়ের বিধান সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর: দাড়ি হলক করা হারাম। কেননা হাদীসে এসেছে, ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْفُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো এবং দাড়িকে লম্বা করো, গোঁফকে খাটো করো। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন;

"جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ"

'তোমরা গোঁফকে ছেটে ফেল এবং দাড়িকে ছেড়ে দাও, অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।' [মুসলিম: ৩৮৩]

নিয়মিত দাড়ি হলক করা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব উক্ত ব্যক্তি বা ইমামকে নসীহত করতে হবে। যদি সে নসীহত গ্রহণ না করে তাহলে তাকে অপসারণ করা জরুরি এবং দীনদার আলেমের পিছনে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। হ্যাঁ, যদি ফিতনার আশংকা থাকে এবং মুসলিম সমাজ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে ফিতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য উক্ত ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা যাবে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

'আর ফিতনা-ফাসাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে মারাত্মক।' [সূরা আল বাকারা: ২১৭]

প্রশ্ন ৩. যে ব্যক্তি দাড়ি হলক করে সে কি মুসলিম সমাজে বসবাস করতে পারবে? এবং তাকে কি মুসলিম সমাজ থেকে বের করে দেয়া যাবে?

উত্তর: দাড়ি হলককারী ব্যক্তিকে প্রথমে নসীহত করতে হবে। যাতে সে উক্ত গুনাহের কাজটি পরিত্যাগ করে। এর পরও যদি সে তওবা করে ফিরে না আসে তাহলে তাকে সমাজ থেকে পরিত্যাগ করা যাবে, তবে যদি তাকে পরিত্যাগের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে আরো বেশি ফিতনা হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেক্ষেত্রে তাকে সমাজ থেকে বের করা সঠিক নয়। কারণ, ইসলামী শরী'আত এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন হদ বা শাস্তির বিধান নির্ধারণ করেনি।

অতএব, উক্ত ব্যক্তির অবস্থা সময়ের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল। আমাদের সমাজ যেহেতু ইসলামী সমাজ থেকে অনেক দূরে সেহেতু এই সমাজ থেকে উক্ত ব্যক্তিকে ত্যাগ করা যাবে না।

প্রশ্ন ৪. দাড়ি হলককারী ব্যক্তিকে ফাসিক বলা যাবে কি? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উত্তর প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর: এ কথাটি সত্য যে, নিয়মিত দাড়ি হলক করা ফাসিকী কর্ম। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ফাসিক বলতে হলে অবশ্যই তাকে প্রথমে তার কর্মের জন্য নসীহত করতে হবে। তার নিকট এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশাবলি পৌঁছাতে হবে এবং এরপরও যদি কেউ নিয়মিত দাড়ি হলক করে তাহলে তাকে ফাসিক বলতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন ৫. দাড়ি হলককারী কি অভিশপ্ত? তার সালাত ও অন্যান্য ইবাদাত শুদ্ধ হবে কি না ?

উত্তর: দাড়ি লম্বা করা এবং ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব, কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। আর কুরআন ও হাদীসের আদেশসূচক শব্দ সাধারণত ওয়াজিব বুঝায়। ওয়াজিব না হওয়ার কোন দলিল যদি প্রমাণিত না হয়। দাড়ি না রাখার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস এমনকি কোন দুর্বল হাদীসও পাওয়া যায় না। অতএব, দাড়ি হলক করা হারাম। কেননা, এটা কাফির মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ লঙ্ঘন করার নামান্তর। হাদীসে এসেছে, ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ -

'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো এবং দাড়িকে লম্বা করো, গোঁফকে খাট করো।' [বুখারী: ৫৮৯২]

অন্যত্র এসেছে, আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ -

'তোমরা গোঁফকে ছেঁটে ফেল এবং দাড়ি ছেড়ে দাও, অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো' [মুসলিম: ৩৮৩]।

কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা দাড়ি হলক করার বিধান প্রমাণিত হয় না। তবে সালাত সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার জন্য দাড়ি রাখা শর্ত নয়। অতএব, কেউ যদি দাড়ি হলক করে তাহলে তার সালাত নষ্ট হবে না, কিন্তু দাড়ি হলক করার কারণে সে গুনাহগার হবে।

দাড়ি হলককারী ব্যক্তিকে লা'নত বা অভিশাপ দেয়ার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব, অভিশাপ দেয়া যাবে না। আর এছাড়াও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া শরী'আতে জায়েয নেই।

প্রশ্ন ৬. যে ব্যক্তি দাড়ি হলক করে এবং গোঁফ লম্বা করে পৃথিবীতে তার কোন শাস্তি আছে কি? থাকলে কোন ধরনের শাস্তি? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: দাড়ি হলক করা এবং গোঁফ লম্বা করা গুনাহের কাজ। তবে উক্ত গুনাহের জন্য চুরি ও ব্যভিচারের মত নির্দিষ্ট কোন শাস্তির বিধান নেই। তবে এক্ষেত্রে শাস্তিদানের বিধানটি মুসলিম শাসক বা বিচারকদের বিবেচনার বিষয়। ইচ্ছে করলে সময়ের দাবি অনুযায়ী তা'যীর বা দমনমূলক শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ৭. বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানেরা দাড়ি হলক বা ছোট করে রাখে। এর দ্বারা কি তারা অগ্নিপূজকদের সাদৃশ হয়ে যাবে?

উত্তর: দাড়িকে লম্বা করা এবং গোঁফকে ছোট করার কথা হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর দাড়ি লম্বা করা ও গোঁফ ছোট করাকে কাফির, মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ۔

'তোমরা গোঁফকে ছেটে ফেলো এবং দাড়িকে ছেড়ে দাও, অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।' [মুসলিম : ৩৮৩]

অতএব, হাদীসের বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, দাড়ি হলক বা ছোট করা অগ্নিপূজকদের কাজ ছিল, মুসলিম সমাজে এ কাজের প্রচলন ছিল না ।

প্রশ্ন ৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জীবনে কখনো দাড়ি ও চুল হলক করেছেন ?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের সময় হালাল হওয়ার জন্য মাথার চুল মুণ্ডন করেছেন। তবে তিনি কখনো দাড়িতে হাত দেননি। হজ্বের সময়ও না এবং অন্য সময়ও না। বরং তিনি সব সময় দাড়ি লম্বা রেখেছেন।

প্রশ্ন ৯. দাড়ি হলক করা কোন্ ধরনের গুনাহ ?

উত্তর: দাড়ি রাখা ওয়াজিব। উক্ত বিধান জানার পরেও যে ব্যক্তি নিয়মিত দাড়ি হলক করে, সে নিঃসন্দেহে কবিরা গুনাহ করছে। কেননা কবিরা গুনাহ হলো, যে গুনাহর ব্যাপারে শরী'আতে শাস্তির বিধান এসেছে, তবে হাদীস প্রমাণ করে যে দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব তরক করা কবীরা গুণাহ। ইমাম ইবন হায্ম রহিমাহুল্লাহ সমস্ত ইমামদের ইজমা উল্লেখ করে বলেন যে, দাড়ি লম্বা করা এবং গোঁফকে ছোট করা ফরয। ইমাম ইবন আবদিল বার এবং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, দাড়ি হলককারী ব্যক্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী এসেছে। একটি হাদীসে এসেছে, ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ مَثَلَ بِالشَّعْرِ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ خَلَاقٌ -

যে ব্যক্তি চোয়াল ও দাড়িকে পরিষ্কার করে হলক করবে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নিকট তার কোনো অংশ নেই। [তাবারানী: ১০৯৭৭]

ইমাম হারবী, যামাখশারী, ইবনুল আসীর ও ইবনুল মন্জুর বলেন, مَثَلَ بِالشَّعْرِ অর্থ হলো চোয়াল থেকে পশমগুলোকে হলক করা। আর দাড়ি হলক করা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করার নামান্তর, যা ইতঃপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি। এ সম্পর্কে হাদীসে এভাবে এসেছে, ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ قَالَ الْأَلْبَانِيْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

'যে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' [আহমদ ও আবু দাউদ: ৪০৩৩]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, ওমর ইবন শু'আইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে, তাঁর দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارَى قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ حَسَنٌ (سُنَنُ التِّرْمِذِي)

'যে ব্যক্তি আমাদের কে বাদ দিয়ে অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে তারা আমার উম্মত না। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না।' [তিরমিযী: ২৬৯৫, উত্তম সনদে বর্ণনা করেছে]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে যারা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন ঐ সকল নারীদের উপর, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং ঐ সকল পুরুষদের উপর যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।' [বুখারী ৩৫৭৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, দাড়ি হলক করা ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার নামান্তর এবং একই সাথে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন ঘটানো যা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ দাড়ি হলক করাকে হারাম বলেছেন। কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে। অতএব দাড়ি হলক করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ১০. দাড়ি ছোট করার বিধান কী?

উত্তর: দাড়ি ছোট করে রাখা জায়েয নেই। কেননা, হাদীসে দাড়িকে লম্বা করে রাখার কথা বলা হয়েছে। সুনান আত তিরমিযীতে যে রেওয়ায়াতটি এসেছে

তাতে বলা হয়েছে, ওমর ইবন শু'আইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে, তাঁর দাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا قَالَ أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ مَوْضُوْعٌ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাশে ও লম্বা থেকে দাড়িকে কিছুটা কেটে ফেলতেন; হাদীসটি শুদ্ধ নয়। আল্লামা নাসীর উদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে মাওজু বা জাল বলেছেন। কোন কোন রেওয়াতের মধ্যে ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যে রেওয়াতটি এসেছে, তিনি দাড়িকে ছোট করতেন এটাও দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও সাহাবীদের কথা, কাজের মধ্যে সাংঘর্ষিক হলে রাসূলের হাদীসই প্রাধান্য পাবে। অতএব, দাড়িকে ছোট করার কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন ১১. আমি সুন্নাত তরিকায় দাড়ি রেখেছি, কিন্তু আমার পিতা-মাতা দাড়ি হলক করতে বলছেন। এমতাবস্থায় আমি কি পিতা-মাতার কথা শুনবো নাকি রাসূলের সুন্নাত পালন করব?

উত্তর: পিতামাতা দাড়ি হলক করতে বললে সেটা মানা যাবে না। কারণ, দাড়ি হলক করা হারাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে কোনো ব্যক্তির কথা মানা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا طَاعَةَ فِيْ مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ.

'আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো ধরনের আনুগত্য নেই। কোন ব্যক্তির অনুসরণ কেবলমাত্র তার ভাল কাজেই হবে।' [বুখারী : ৬৭১৬; মুসলিম : ৪৮৭১]

প্রশ্ন ১২. আমার এক বন্ধু দাড়ি হলক করেছে, তার নিকট কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি রাজনীতি করি। তাই দাঈ হিসেবে এ পরিবেশে দাড়ি রাখলে দাওয়াতের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এজন্য দাড়ি হলক করেছি। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত ব্যক্তির যুক্তি কি সঠিক? কুরআন সুন্নাহর আলোকে সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: রাজনৈতিক কারণে দাড়ি হলক করা জায়েয নেই। অথবা, দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের দোহাই দিয়েও জায়েয হবে না। বরং দাড়ি লম্বা করা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পালনার্থে ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ -

'তোমরা গোঁফ ছোট করো, দাড়ি লম্বা করো, অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো'। [মুসলিম : ৩৮৩]

দাড়ি রাখার কারণে যদি দাওয়াত দিতে সমস্যা হয় তাহলে অন্যত্র গিয়ে সেখানে দাওয়াত দেওয়া জরুরি। কেননা, দাওয়াতের কাজ নবী ও রাসূলদের কাজ। তাই বলে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করে নয়। কেউ যদি কোন মদ্যপায়ীকে দাওয়াত দিতে গিয়ে মদ পান করে তাহলে কি জায়েয হবে? কখনো নয়। এ জন্য দাওয়াতের কাজ অবশ্যই করতে হবে, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে হতে হবে। তাহলে অল্পকাজে আল্লাহ তা'আলা বেশি বরকত দিবেন। একজন ব্যক্তি যদি আপনার দাওয়াতের দ্বারা হেদায়েত হয় তাহলে নাজাতের জন্য এটাই যথেষ্ট হতে পারে।

প্রশ্ন ১৩. দাড়ি রাখার কারণে যদি কারো জীবনের ঝুঁকি থাকে। অথবা, কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার আশংকা থাকে তাহলে তার জন্য কি দাড়ি হলক করা জায়েয?

উত্তর: দাড়ি রাখার কারণে যদি কারো জীবনের ঝুঁকি থাকে। অথবা, তার শরীরে বড় ধরনের কোনো ঝুঁকির আশংকা থাকে এমতাবস্থায় তিনি দাড়ি হলক করতে পারেন, তবে মনে মনে উক্ত কাজকে ঘৃণা করতে হবে এবং আশঙ্কামুক্ত হলে পুনরায় দাড়ি রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِـهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ -

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর ফিতনার আশঙ্কায় কুফুরী করে কিন্তু তার অন্তর ঈমানের কারণে কলুষমুক্ত থাকে তাহলে তার কোন সমস্যা নেই।' [সূরা আন নাহল: ১০৬]

প্রশ্ন ১৪. আমার অফিসের বস অত্যন্ত বদমেজাজি ও বেনামাযী। দাড়ি রাখা বা সালাত পড়া তিনি পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় তাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে এবং চাকরি রক্ষার উদ্দেশ্যে দাড়ি হলক করতে পারব কি?

উত্তর: কোন ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য দাড়ি হলক করা জায়েয নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রেখেছেন এবং সাহাবাদেরকে দাড়ি রাখতে আদেশ করেছেন। আপনি যদি চাকুরীর আশংকা করেন তাহলে অন্যপন্থায় রিযিক অন্বেষণ করুন, আল্লাহ আপনার রিযিকের ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ـ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ـ

যে আল্লাহকে ভয় করবে তার জন্য রিযিকের অনেক পথ তিনি খুলে দিবেন। এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।' [সূরা আত্ তালাক: ১-২]

প্রশ্ন ১৫. আমি একজন নামাযী মুসলমান। আমার পেশা সেলুন ব্যবসা, চুল কাটার সাথে সাথে দাড়ি সেভ করতে হয়। এমতাবস্থায় আমার জন্য উক্ত পেশা ও দাড়ি হলকের মজুরি নেওয়া জায়েয হবে কি? কুরআন সুন্নাহর আলোকে উত্তর চাই।

উত্তর: দাড়ি হলক করা বা ছোট করা হারাম। কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয়। দাড়ি হলকের মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা হারাম ও অবৈধ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আপনার উচিত উক্ত পেশা বাদ দিয়ে হালাল পেশা অবলম্বন করা। এবং উপার্জিত সম্পদ সদকা করে দেয়া। তবে না জানা অবস্থায় যেটা হয়ে গেছে, আল্লাহ তা'আলাতা আশা করা যায় ক্ষমা করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নসীহত আসার পর বিরত থাকল, তাহলে তার বিগত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হবে সে হবে জাহান্নামী। চিরকাল সেখানে বসবাস করবে। [সূরা আল বাক্বারা: ২৭৫]

হাদীসে এসেছে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ ـ

'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর এবং দাড়িকে লম্বা করো, গোঁফকে খাট করো।' [বুখারী : ৫৮৯২; মুসলিম : ৬২৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, সাহাবী আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

'তোমরা গোঁফকে ছোট করো এবং দাড়িকে লম্বা করো, উক্ত কাজের মাধ্যমে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।' [মুসলিম : ৩৮৩]

অতএব, সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা এবং অধিকাংশ মুসলমানের সুন্নাহবিরোধী কর্মকাণ্ডে আপনিও ধোঁকায় পড়বেন না। কারণ, কিয়ামতের পূর্বে এ রকম অনেক কিছু ঘটবে। তবে সুসংবাদ ঐ সকল মুসলমানদের যারা কুরআন-সুন্নাহর উপর আমল করবে।

প্রশ্ন ১৬. প্রাক-ইসলামী যুগের আরবরা কি দাড়ি রাখত?

উত্তর: দাড়ি রাখাটা পৌরুষজাত বিষয় ছিল। তাই অধিকাংশ আরবরা দাড়ি রাখত, তবে অগ্নিপূজকরা দাড়ি রাখত না। তাই হাদীসের মধ্যে অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করার কথা এসেছে। এমনকি তাফসীরের বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, ফিরাউনও দাড়ি রাখত। মূলত দাড়ি হলক করার বিষয়টি বহু পরবর্তী সময়ে দেখা দিয়েছে, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগে কল্পনাও করা যেত না।

প্রশ্ন ১৭. ফরয ও ওয়াযিবের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

উত্তর: ফরয ও ওয়াযিবের বিধান একই রকম, দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব, ওয়াজিব যা ফরযও তাই। তবে হানাফী মাজহাবে কিছুটা পার্থক্য আছে, তাহল ফরযকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে আর ওয়াজিবকে অস্বীকার করলে কাফির হবে না। তবে অন্য মাজহাবের মধ্যে এ ধরনের কোন প্রকার পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন ১৮. দাড়ি নিয়ে কোন মতপার্থক্য আছে কি ?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোনো ধরনের মতপার্থক্য ছিল না। যখন মুসলমানরা কাফিরদের সাথে মেলামেশা শুরু করেছে, তাদের সাথে সখ্য তৈরি হয়েছে, দাড়ি নিয়ে অমুসলিমদের কোন প্রোগ্রামে যাওয়া যাচ্ছে না। তখনই দাড়ি

রাখা ও না রাখার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এ নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। এদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি গবেষণা করেছেন তিনি হলেন, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল জুদাই। এর পূর্বে ভারতবর্ষের আরও দুইজন বড় আলেম এ বিষয়ে বই লিখেছেন। যাতে তারা প্রমাণ করেছেন, দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং দাড়ি হলক করা হারাম।

তবে কিছু সংখ্যক আলেমদের বক্তব্য এসেছে দাড়ি ছোট করার বিষয়ে। হলক করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এ যুগেরও কোন আলেমের মতামত আসেনি। এজন্য কোন কোন আলেমরা বলেন, দাড়ি রাখলেই উক্ত বিধান পালন হয়ে যাবে। অর্থাৎ ওয়াজিব তরকের গুনাহ থেকে সে বেঁচে যাবে।

কোন কোন আলেম বলেন, দাড়িকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। কোনো ধরনের ছোট করা বা কামানো যাবে না। এটাই সৌদি আরবের আলেমদের মতামত। আব্দুল আযীয বিন বা'য, ইবন ওসাইমিন, সালেহ আল ফাউজান ও আরও অন্যান্য আলেমদের মতামত।

তৃতীয় মতটি হল, দাড়ি একমুষ্টি পর্যন্ত রাখতে হবে তার বেশিও রাখা যাবে না কমও রাখা যাবে না। এটি আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এর আমল দ্বারা ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু এর বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেটা এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন এবং উক্ত মতকে গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন ১৯: আমি একজন ছাত্র, আমার বয়স ২৫ বছর। দাড়ি উঠার পর কখনো দাড়ি কাটি নাই। বর্তমানে বিবাহ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু দাড়ির কারণে কোন মেয়ে আমাকে পছন্দ করছে না। এমতাবস্থায় বিবাহের উদ্দেশ্যে আমি কি দাড়ি কাটতে পারব?

উত্তর: দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব এবং হলক করা হারাম। আর নিয়মিত হলক করা কবিরা গুনাহ। অতএব, বিবাহের কারণে দাড়ি হলক করা আপনার জন্য মোটেও বৈধ হবে না। দাড়ির কারণে যেসব মেয়েরা আপনাকে অপছন্দ করেছে তারা প্রকৃত দীনদার নয়। তাই এ ধরনের মেয়েকে বিবাহ করলে আপনার পরিবারে অশান্তি ছাড়া শান্তি আসবে না। অতএব, আপনি দীনদার মেয়ে খোঁজ করুন। ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুক।

প্রশ্ন ২০. দুই চোয়ালের লোম কি দাড়ির অন্তর্ভুক্ত? সেগুলো কাটা যাবে কি?

উত্তর: দুই চোয়ালের উপর গজানো পশমকে অধিকাংশ ওলামা কেরাম দাড়ির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী দাড়ি রাখতে চাইলে দুই চোয়ালের উপর গজানো পশম হলক করবে না বরং তা দাড়ির মত ছেড়ে দিবে বা লম্বা করবে। অনেককে আমরা দেখতে পাই চোয়ালের উপর পশমগুলো সম্পূর্ণ কেটে ও ছেঁটে শুধু চোয়ালের নিচের অংশগুলোকে দাড়ি হিসেবে বিবেচনা করে সরু দাড়ির একটি রেখা তৈরি করে থাকে। এ কাজটি দেখতেও যেমন অসুন্দর তেমনিভাবে সুন্নাত তরিকার পরিপন্থী।

প্রশ্ন ২১. চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে অথবা অফিসের বসকে সন্তুষ্ট করার জন্য দাড়ি হলক করা যাবে কি?

উত্তর: উপরে এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা আলোচনা করেছি। দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও দাড়ি হলক করা হারাম। সুতরাং, কোন ব্যক্তির সন্তুষ্টির জন্য হারাম কাজ করার অবকাশ নেই। চাকরি লাভের উদ্দেশ্যেও হারামে লিপ্ত হওয়ার অনুমোদন নেই। যেহেতু, চাকরি লাভের মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত আছে– এমনটি ধারণা করার কোন অবকাশ নেই। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা সত্যিকার ঈমানের পরিচয়। তাই চাকরির জন্যে হারামে লিপ্ত না হয়ে অন্যত্র চাকরির সন্ধান করাই ঈমানের দাবি ও সঙ্গত বিষয়।

প্রশ্ন ২২. অনেক লোককে দেখা যায় যারা দাড়ির সাথে গোঁফকেও হলক করে অথবা শুধু গোঁফকে হলক করে। এটা কতটুক শরী'আতসম্মত?

উত্তর: দাড়ি হলক করা যেমনিভাবে হারাম তেমনিভাবে গোঁফ হলক করাকেও একদল ওলামা কেরাম বিদ'আত বলেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ হচ্ছে, গোঁফকে ছোট করে রাখ, হলক করা নয়। সুতরাং, সুন্নাহর অনুসরণের মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে।

প্রশ্ন ২৩. দাড়ি হলক করাকে পেশা হেসেবে গ্রহণ করা যাবে কি? এবং এর বিনিময় কতটুক বৈধ?

উত্তর : উপরে বিষয়টি আমরা যেভাবে আলোচনা করেছি এতে প্রমাণিত হয়েছে, দাড়ি হলক করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হারাম যেহেতু কাজটিও হারাম। এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ (قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) قَالَ شُعَيْبٌ اَلْاَرْنَؤُوْطُ إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ -

'ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের ধ্বংস করুন তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল অতঃপর তারা তা বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করা শুরু করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন কিছুকে হারাম করেন তখন তার মূল্য গ্রহণ করাকেও হারাম করে থাকেন।' [সহীহ ইবন হিব্বান: ৪৯৩৮]

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হারাম কাজের মাধ্যমে উপার্জন করাও হারাম। সুতরাং, দাড়ি হলক করার বিনিময় গ্রহণ করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নেই।

প্রশ্ন ২৪. সেলুনের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে কি? উক্ত ভাড়ার টাকা কি বৈধ হবে?

উত্তর: সেলুনের জন্যে দোকান ভাড়া দেয়া জায়েয তবে যে সেলুনের উদ্দেশ্য দাড়ি হলক করা– এ ধরনের কাজের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া জায়েয নেই, যেহেতু দাড়ি হলক করা হারাম। তবে এসব ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ঈমানের দাবি।

প্রশ্ন ২৫. বর্তমানে কেমিক্যালের মাধ্যমে দাড়িকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। এটা কতটুক বৈধ ?

উত্তর: এ ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করে দাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা দাড়ি হলক করার পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং, হলকের মাধ্যমে যে গুনাহ হবে এ কাজের মাধ্যমেও অনুরূপ গুনাহ হবে।

প্রশ্ন ২৬. দাড়ি হলক করা সগীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নাকি কবিরা গুনাহ?

উত্তর: দাড়ি হলক করা হারাম। ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ। দাড়ি হলক করাকে সগীরা গুনাহ বিবেচনা করার কোন সুযোগ নেই। দাড়ি হলক করাকে শামসুদ্দিন যাহাবী রহিমাহুল্লাহ কিতাবুল কাবায়ের এ কবিরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন ২৭. অনেকেই দাড়ি রাখে তবে কাফির ও মুশরিকদের অনুসরণ করে দাড়িকে বিভিন্ন স্টাইলে বা সাজে সজ্জিত করে থাকে। এ ধরনের দাড়ি রাখার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর: দাড়ি রাখার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফির ও মুশরিকদের বিরোধিতা করা। যে দাড়ি রাখার মাধ্যমে কাফির ও মুশরিকদের স্টাইল অনুসরণ করা হয়, এ ধরনের দাড়ি রাখায় ইসলামী শরী'আতে কোনো মূল্য নেই। এই দাড়ি রাখার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ হবে না। বরং, তা কাফির ও মুশরিকদের অনুসরণ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত'। তাই এ ধরনের দাড়ি রাখার মাধ্যমে কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ করছে বলেই প্রমাণিত হবে।

সমাপ্ত